BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

বৃহৎকথা।

দ্বিতীয় খণ্ড।
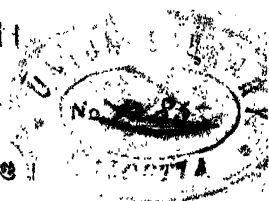
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

কর্ত্তৃক

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত।

CALCUTTA:
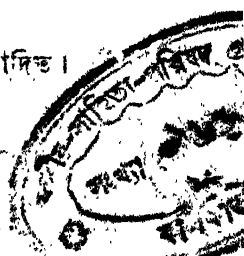
Printed for the Vernacular Literature Committee,
at the Sucharu Press, by Lallchand Biswas
and Co

1858.

*এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, গরাণহাটার চৌরাস্তা-স্থিত ২৭৩।১ সংখ্যক গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হইবেন।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

বৃহৎকথা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

উদয়ন রাজার বিবাহের উপক্রম।

১১। তখন মহারাজ উদয়ন পিতৃদত্ত বৎসরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৌশাম্বী নগরে অবস্থিতি করতঃ সুখস্বচ্ছন্দে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল রাজ্য পালন করিয়া পরে যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গের প্রতি রাজ্য ভার অর্পণ করতঃ দৈহিক সুখে একান্ত তৎপর হইয়া অহর্নিশি বসুনেমিদত্ত বীণায় গান করতঃ সর্ব্বদা মৃগয়া সুখে বনে বনে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। বীণাবাদ্য শ্রবণ করিয়া বনের মত্ত হস্তি সকল মন্ত্র-বশীকৃতের ন্যায় সংযত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিল। এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইলে একদা মহারাজের অন্তঃ-করণে সাত্বিক ভাবের উদয় হওয়াতে চিন্তা করিলেন, আমি এত কাল দৈহিক সুখে মত্ত থাকিয়া বিবাহ সং-স্কার একেবারে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি, পিতৃলোকের সদ্গতি সংস্থানের কিছুই চেষ্টা করিলাম না, অতএব এক্ষণে কুলের অনুরূপ কন্যা কোথায় মিলে অন্বেষণ

করা আবশ্যক, উজ্জয়িনী নগরের অধিপতি চণ্ডমহা-সেনের কন্যা বাসবদত্তাই আমার অনুরূপ বোধ হয়, কিন্তু তাহাকেই বা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইব, এইরূপ ভাবনায় ক্রমে রাজা শীর্ণ হইতে লাগিলেন। ওদিকে উজ্জয়িনীতে চণ্ডমহাসেন স্বীয় কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিতেছেন, আমার এই কন্যার তুল্য বর আর কোথাও দেখিতেছি না, কেবল এক বৎসরাজ উদয়নই ইহার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে, কিন্তু সে আমার বিপক্ষ, অতএব সে কি প্রকারে আমার জামাতা হইবে, এবং কি প্রকারেই বা আমি তাহাকে বশীভূত করিব। এবিষয়ে এক উপায় আছে, উদয়ন মৃগয়ায় মত্ত হইয়া বন্য হস্তি সকল বন্ধন করতঃ একাকী বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, এই অবসরে কোন যুক্তি দ্বারা তাহাকে আনয়ন করিয়া কৌশলে গান্ধর্ব্ব বিধানে কন্যার পাণিগ্রহণ করাইব, পরে সুতরাং ইহার প্রতি তাহার প্রণয় বন্ধন হইবে। এই রূপে সে আমার জামাতা হইতে পারিবে, নতুবা অন্য আর এমত কোন উপায় নাই যাহাতে সে আমার বশীভূত হয়।

উজ্জয়িনী হইতে দূত প্রেরণ।

রাজা চণ্ডমহাসেন এই রূপ চিন্তা করিয়া তাহার সিদ্ধির নিমিত্তে ভগবতীর মন্দিরে গমন করতঃ বিবিধোপচারে অর্চনা করিয়া অনেক প্রকার স্তব করিলেন। অনন্তর দেবী তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া এই আকাশবাণী দ্বারা

তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন, হে রাজন্! তোমার এই অভিলষিত বিষয় অচিরে সম্পন্ন হইবে। রাজা এই অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে আগমন পূর্ব্বক বুদ্ধদত্ত নামক মন্ত্রির সহিত তদ্বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণায় স্থির হইল, যে ব্যক্তি মানী ও বীতলোভ, অথচ উদ্যত ভৃত্য, মহাবল, এবং অনায়ত্ত হয়, তাহার সহিত সন্ধি করা আবশ্যক, অতএব উদয়নের সহিত সন্ধি নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রণা করিয়া রাজা এক ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, তুমি গিয়া বৎসরাজকে ইহা বল, যে আমার কন্যা বাসবদত্তা তোমার গান্ধর্ব্ব-পত্নী হইবার যোগ্য, অতএব আমাদিগের প্রতি যদি তোমার স্নেহ থাকে, তবে এখানে আসিয়া তাহার পাণি গ্রহণ কর। দূত বৎসরাজ্যে গিয়া উদয়নের নিকটে উপস্থিত হইয়া আনুপুর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলে, বৎসরাজ শ্রবণ করিয়া অনুচিত বাক্য বিবেচনায় একান্তে যৌগন্ধরায়ণ মন্ত্রিকে ডাকিয়া কহিলেন, একি? চণ্ডমহাসেন ভূপতির অহঙ্কার দেখ, সে দুরাত্মার এ প্রকার সংবাদের অভিপ্রায় কি? বিবেচনা কর। মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ শুনিয়া উত্তর করিলেন, মহারাজ! পৃথিবীতে আপনার যে ব্যসনিতা খ্যাতি রোপিত হইয়াছে, ইহা তাহারই কষায় ফল। বোধ হয় চণ্ডমহাসেন আপনাকে অনুরাগী জানিয়া কন্যারত্নে প্রলোভন দ্বারা লইয়া গিয়া আবদ্ধ করত বশতাপন্ন করিবে। অতএব

আপনি এরূপ ব্যসনিতা পরিত্যাগ করুন, নতুবা খাতে পতিত বন্য হস্তীর ন্যায় আপনাকে আক্রমণ করিবে সন্দেহ নাই। এইরূপ মন্ত্রী বাক্য শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ চণ্ডমহাসেনের নিকট দূতকে প্রতি প্রেরণ করিলেন এবং কহিলেন তুমি গিয়া বল, যদি তাঁহার কন্যা আমাকে বাঞ্ছা করিয়া থাকে, তবে তাহাকে এখানে প্রেরণ করুক। এই রূপে দূত প্রেরণ করিয়া বৎসরাজ মন্ত্রিকে কহিলেন না হয় আমিই তথায় গমন করিয়া চণ্ডমহাসেনকে বন্ধন করত আনয়ন করিব। ইহা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রি যৌগন্ধ-রায়ণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি তাহাতে সমর্থ হইবেন না এবং তাহা কর্ত্তব্যও নহে। চণ্ডমহাসেন অতি-শয় প্রভাবশালী, এবং আপনার অনায়ত্ত, অতএব আমি তাহার বিবরণ কহি শ্রবণ করুণ।

চণ্ডমহাসেনের বিবরণ।

পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে, সুধাধৌত প্রাসাদ দ্বারা যেন অমরাবতীকে উপহাস করিতেছে। সেই উজ্জয়িনীতে মহাকাল মূর্ত্তি বিশ্বে-শ্বর হর কৈলাসের প্রতি শিথিল স্নেহ হইয়া বাস করেন। সকল ভূপাল শ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রবর্ম্ম নামে রাজা তথায় বসতি করিতেন। জয়সেন নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। জয়সেনের, অসদৃশ বাহুবল এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম মহাসেন, তিনি যথাকালে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মের সহিত রাজ্যপালন করত চিন্তা করিলেন,

আমার অনুরূপ খড়্গ ও কুলোজ্জ্বল কারিণী বণিতা নাই অতএব তাহা পাইবার উপায় কি? ইহা ভাবিয়া চণ্ডিকা গৃহে গমন করত নিরাহারে দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরে স্বীয় গাত্র মাংস দ্বারা যথাবিধি আহুতি প্রদান করাতে দেবী প্রসন্নভাবে সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, হে পুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি এই খড়্গ গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবে তুমি শত্রুদিগের অজেয় হইবে। আর অঙ্গারাসুরের কন্যা ত্রৈলোক্য সুন্দরী অঙ্গারবতীকে শীঘ্র ভার্য্যারূপে লাভ করিবে। তুমি যেহেতু অত্যন্ত প্রচণ্ড কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ, অতএব অদ্য অবধি তোমার নাম চণ্ড-মহাসেন হইবে। ইহা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলে চণ্ডমহাসেন সঙ্কল্প সিদ্ধি জন্য হৃষ্টচিত্তে গৃহে গমন করি-লেন। সেই রাজার নড়াগিরি নামে এক পৈতৃক মত্ত-হস্তী ছিল, অতএব তিনি খড়্গ ও মত্তহস্তী এই উভয় রত্ন দ্বারা পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য হইলেন। পরে সেই উভয়ের প্রভাবে চণ্ডমহাসেন মহাটবীতে মৃগয়ায় গমন করত অতিকায় এক বরাহ দেখিয়া বাণে বিদ্ধ করাতে সে গিয়া এক গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাজাও রথ হইতে অ-বতীর্ণ হইয়া ধনু গ্রহণ করত তাহার অনুগামী হইলেন। বিল মধ্যে কিয়দ্দূর গিয়া এক মনোহর পুরী দর্শন করত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তন্মধ্যস্থ এক দীর্ঘিকা তটে উপবেসন করিলেন। তথায় দেখিলেন, শত শত দাসী সমাবৃত

কন্দর্প বাণের ন্যায় এক পরমাসুন্দরী কন্যা বিচরণ করিতেছে। পরে ঐ কন্যা প্রেমরস-বর্ষি লোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে সুভগ! তুমি কে ও কি নিমিত্তেই বা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ। ইহা শুনিয়া রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলে কন্যা সকরুণ হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে কি নিমিত্তেই বা রোদন কর। কন্যা উত্তর করিল, যে এক বরাহকে এতন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছ, তিনি অঙ্গারক নামে দৈত্য, হে নৃপ! আমি তাঁহারই কন্যা অঙ্গারবতী। আমার পিতা এই সকল রাজকন্যাগণকে আনয়ন করিয়া আমার দাসী করিয়া দিয়াছেন। এই মহাসুর শাপ দোষে রাক্ষস হইয়াছেন এবং অদ্য আহারান্বেষণে গিয়া তোমাকে আনয়ন করিয়া এক্ষণে বরাহ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, উঠিয়া তোমাকে সংহার করিবেন, এই সকল বিষয় ভাবিয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি।

চণ্ডমহাসেনের অঙ্গারবতী লাভ ও বাসবদত্তার জন্ম বিবরণ।

অঙ্গারবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ হইয়া থাকে, তবে আমি যাহা বলি তাহা কর। অঙ্গারক উঠিলেই তুমি

তাহার নিকটে গিয়া ক্রন্দন করিতে অরম্ভ কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করি-বেন, তখন তুমি কহিবে, তাত! যদি তোমাকে কেহ-বধ করে তবে আমার গতি কি হইবে, এই দুঃখে আমি ক্রন্দন করিতেছি। ইহা করিলে তোমার ও আমার উভয়েরই মঙ্গল হইবে। অঙ্গারবতী ইহা শ্রবণ করিয়া অঙ্গীকার করত পিতার নিকট গিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং দৈত্যরাজও উঠিয়া জিজ্ঞাসা ক-রাতে কন্যা কহিলেন, হে পিতঃ! যদি তোমাকে কেহ বধ করে তবে আমার গতি কি হইবে? তখন অঙ্গারক হাস্য করিয়া কহিলেন, হে পুত্রি! আমাকে কে নষ্ট ক-রিবে, আমার সর্ব্বশরীর বজ্রময় কেবল বাম হস্তে এক ছিদ্র আছে তাহাতে বাণ প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধনুর্ধারণ করাতে আবৃত থাকে। দৈত্যরাজ এই রূপে নিজ সুতাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, রাজা প্র-চ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া সে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। পরে দৈত্যরাজ স্নানান্তে মৌনী হইয়া দেব পূজার্থ উপবেশন করিয়াছেন এমত কালে রাজা চণ্ডমহাসেন ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন, অঙ্গারক মৌনী ছিলেন সুতরাং বাক্যেতে না বলিয়া বামহস্ত উত্তোলন করিয়া কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে সঙ্কেত করি-বামাত্র রাজা তাঁহার বামহস্তের ছিদ্রে বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং দৈত্যরাজ ঘোর শব্দ করত ভূমিতে পতিত হইয়া

কহিলেন, আমার এই পিপাসা সময়ে যে ব্যক্তি আমা-
কে হনন করিল যদি প্রতি বৎসর সে আমার তর্পণ না
করে তবে তাহার মন্ত্রী বিয়োগ হইবে, ইহা বলিয়া দৈ-
ত্যরাজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে চণ্ডমহাসেন অঙ্গারবতী
লইয়া উজ্জয়িনী প্রস্থান করিলেন। পরে দৈত্য কন্যা-
কে পরিণয় করিয়া চণ্ডমহাসেন তাহার গর্ভে দুই পুত্র
উৎপাদন করেন। তাহার জ্যেষ্ঠের নাম গোপালক
কণিষ্ঠের নাম পালক। ঐ উভয় পুত্র জন্মিলে রাজা
ইন্দ্রোৎসব করেন, তাহাতে ইন্দ্র তুষ্ট হইয়াবর দেন, যে
আমার প্রসাদে তোমার অনন্য সদৃশী এক কন্যা উৎপন্ন
হইবে। সেই ইন্দ্র বর প্রভাবে রাজার এই কন্যা রত্ন
লাভ হইয়াছে, কন্যার জন্ম কালে আকাশ বাণী হয় যে
যথাকালে এই কন্যার গর্ভে কামদেবাবতার বিদ্যাধরা-
ধিপতি জন্মিবে। বাসব বর প্রভাবে এই কন্যার জন্ম
হয় বলিয়া রাজা চণ্ডমহাসেন বাসবদত্তা তাঁহার নাম
রাখিয়াছেন। এক্ষণে অর্ণব-মন্থলোত্থিত কমলার ন্যায়
তিনি পিতার আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। চণ্ডম-
হাসেন এইরূপ প্রভাব সমপন্ন এবং দুর্গ দেশস্থ, কিন্তু
তাঁহার সেই অদৃশ রূপসী কন্যা আপনারই উপযুক্ত;
ইহা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ উদয়ন বাসবদত্তাকৃষ্ট হৃদয়
হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

উদয়ন রাজার কারাবরোধ ও বাসবদত্তা লাভ।

১২। অনন্তর বৎসরাজের প্রেরিত দূত গিয়া চণ্ডমহা-

সেনের নিকট সংবাদ দেওয়াতে তিনি চিন্তা করিলেন অভিমানী বৎসেশ্বর এখানে আসিবেন না এবং কন্যা-কেও তথায় পাঠান কর্ত্তব্য নহে, পাঠাইলে লাঘব আছে, অতএব কোন কৌশলে তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আনাই কর্ত্তব্য। ইহা ভাবিয়া চণ্ডমহাসেন মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কাষ্ঠময় এক কৃত্রিম যন্ত্রহস্তী নি-র্ম্মাণ করত তাহার গর্ভমধ্যে কয়েক জন চার পুরুষ প্রবিষ্ট করিয়া বিন্ধ্যকাননে প্রেরণ করিলেন। যন্ত্রহস্তী বনে প্রবেশ করিলে অন্যান্য সৈন্যগণ গূঢ়ভাবে দূরে অবস্থিতি করিয়া রহিল। ওদিকে বৎসরাজের রক্ষিত পুরুষ সকল গজ বন্ধন রসা হস্তে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ প্রকাণ্ড হস্তী দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! এক বৃহদাকার গজকে বিন্ধ্যকাননে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, তত্তুল্য হস্তী আমরা কখন দৃষ্টিগো-চর করি নাই। বৎসরাজ চার বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎ-ফুল্ল-চিত্তে তাহাদিগকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া কহিলেন, সেই গজেন্দ্র যদি তোমরা ধরিতে পার তাহা হইলে চণ্ডমহাসেনের অজেয় নড়াগিরির প্রতিমল্ল পাইয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়া আনিতে পারিব এবং তিনি স্বয়ংই আমাকে বাসবদত্তা প্রদান করিবেন, ইহা বলিয়া রাজা কথঞ্চিৎ নিশা যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া গজ তৃষ্ণায় চারগণ সমভিব্যহারে বিন্ধ্যকাননে গমন

করিলেন। বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া চার-প্রদর্শিত বৃহৎ গজের নিকট একাকী গিয়া বীণা বাদ্য করিতে লাগিলেন, এবং গানে মত্তচিত্ত ও গজ তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সে যে কৃত্রিম গজ তাহা আর কোন প্রকারে বিবেচনা করিতে পারিলেন না। পরে ঐ গজ কর্ণতালা উত্তোলন করত গান শ্রবণ করিতে করিতে রাজার নিকটস্থ হইল, এই অবসরে তদ্গর্ভ হইতে চার পুরুষ নির্গত ও দূর হইতে সৈন্যগণ আগত হইয়া বৎসেশ্বরকে বন্ধন করত চণ্ডমহাসেনের নিকট লইয়া গেল। তখন চণ্ডমহাসেন বৎসেশ্বরকে দেখিয়া মহাসমাদরে আহ্বান করত তাঁহাকে উজ্জয়িনী পুরী মধ্যে লইয়া গিয়া কহিলেন। বৎসরাজ! আমার কন্যা এই বাসবদত্তাকে গান্ধর্ব্ব বিদ্যা শিক্ষা করাও, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে, বিষাদ করিও না। ইহা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ সেই কান্তা বাসবদত্তাকে দেখিয়া মদনাক্রান্ত চিত্তে গান্ধর্ব্বশালায় গিয়া তাঁহাকে তৌর্য্যত্রিক শিক্ষা প্রদান করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, বাসবদত্তাও তাঁহার পরিচর্য্যায় রত থাকিলেন।

যৌগন্ধরায়ণ ও বসন্তকের উজ্জয়িনী গমন।

ওদিকে বৎসরাজের সমভিব্যাহারী মৃগয়াবিহারী অনুচরগণ কৌশাম্বীতে গমন করিলে তাহাদিগের নিকটে বৎসরাজের কারাবরোধ শ্রবণ করিয়া রাষ্ট্রমধ্যে মহাক্ষোভ উপস্থিত হইল, এবং প্রজাগণ ক্রোধে একত্র মিলিত

হইয়া ইঁহার কোন প্রকার প্রতীকার করণার্থে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাতে সেনাপতি রুমণ্বান্ কহিলেন, চণ্ডমহাসেন বলসাধ্য নহেন, তিনি মহাবল পরাক্রান্ত, এবং কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলে পাছে আমাদিগের রাজার কোন অনিষ্ট করে, অতএব তাহা কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে কোন প্রকার যুক্তি সংস্থাপন করিতে হইবে, ইহা বলিয়া প্রজাগণকে নিবৃত্ত করিলেন। তখন মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজ্যের সমুদায় লোককে রাজানুরক্ত দেখিয়া রুমণ্বান প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা এখানে সর্ব্বদা সাবধানে রাজ্যরক্ষা কর, আমি বসন্তক সমভিব্যাহারে তথায় গিয়া কোন কৌশলে চণ্ডমহাসেনের নিকট হইতে রাজাকে মোচন করিয়া আনিতে গমন করি। যেমন জলস্পর্শ হইলেও বিদ্যুদগ্নি বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আপৎকালেও যাহার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি পায় তাঁহাকেই ধীর কহা যায়, ইহা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বানের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বসন্তক সমভিব্যাহারে কৌশাম্বী হইতে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎদূর গমন করতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে পুলিন্দনগরে বৎসেশমিত্র পুলিন্দকের গৃহে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং বৎসরাজ তথায় আসিলে তাঁহার রক্ষার্থ সেই স্থানে বহু সৈন্য সংস্থাপন করিয়া উজ্জয়িনীতে মহাকাল শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান শৃগাল বেতালাদি মাংসাশী জীবগণে পরিপূর্ণ এবং চিতা ধূম্রাদি দ্বারা সর্ব্ব-

দাই তমসাবৃত রহিয়াছে। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ যৌগন্ধরায়ণ তথায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র যোগেশ্বর নামক এক ব্রহ্ম রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এবং তাহার সহিত পরিচয় হইয়া পরস্পর মিত্রভাবে উভয়েই উভয়ের গুণে অত্যন্ত বাধিত হইলেন। পরে যৌগন্ধরায়ণ ব্রহ্ম রাক্ষসের পরামর্শে স্বীয় রূপ পরিবর্ত্ত করিয়া এক বৃদ্ধ কুব্জ বিকৃত উন্মত্ত রূপ ধারণ করিলেন এবং বসন্তকেরও রূপ পরিবর্ত্ত করিয়া এক বিকৃত দন্তুর রুগ্ন বেশ সম্পাদন করত তাঁহাকে অগ্রে উজ্জয়িনী রাজ দ্বারে প্রেরণ করিলেন। পশ্চাৎ আপনি উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য গীত করিতে করিতে রহস্য দর্শী লোকে পরিবৃত হইয়া রাজগৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালদিগের নিকট ঐ রূপে উপস্থিত হওয়াতে তাহারা সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল সংবাদ বাসব দত্তার কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি উন্মত্তের নৃত্যগীত দর্শনার্থ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দাসী প্রেরণ করিয়া তাহাকে গান্ধর্ব্বশালায় আনয়ন করিলেন।

কারাগারে উদয়নের নিকট বসন্তকের অবস্থান।

যৌগন্ধরায়ণ গান্ধর্ব্ব শালায় উপস্থিত হইবামাত্র তথায় বৎসরাজকে কারাবদ্ধ দেখিয়া শোকে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে বৎসেশ্বরের নিকটে গিয়া তাঁহাকে কর্ণে কর্ণে নিজ পরিচয় প্রদান করাতে তিনি প্রচ্ছন্নবেশে-সমাগত যৌগন্ধরায়ণকে জানিতে পারিয়া

আপনার মোচনোপায় নির্দ্ধারণ করত মহা আনন্দিত হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ যুক্তি বলে এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া অদর্শন হইলে হঠাৎ তাঁহাকে না দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন বৎসরাজ বাসবদত্তাকে কহিলেন, তুমি এই সময়ে সরস্বতী পূজা করিয়া শীঘ্র আগমন কর। ইহা শুনিয়া বাসবদত্তা সখীগণ সমভিব্যাহারে উপহার লইয়া সরস্বতী পূজার্থ যাত্রা করিলেন। ইত্যবসরে পুনর্ব্বার যৌগন্ধরায়ণ আসিয়া বৎসেশ্বরকে বাসবদত্তার বশীকরণের উপায় কহিয়া এবং বসন্তক রূপান্তর ধারণ করিয়া যে দ্বারে বর্ত্তমান আছে, তাহাকে ব্রাহ্মণ-রূপে নিকটে আনিতে আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে সরস্বতী পূজা সমাপন করিয়া বাসবদত্তা গৃহে আসিবামাত্র বৎসেশ্বর কহিলেন, প্রিয়ে! বহির্দ্বারে এক ব্রাহ্মণ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে আনিয়া স্বরস্বতী পূজার দক্ষিণা প্রদান কর। ইহা শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তা দ্বারদেশ হইতে তাঁহাকে আনয়ন করাইলেন। বসন্তক তথায় আগমন পূর্ব্বক বৎসরাজের অবস্থা দেখিয়া রোরুদ্যমান হইলে বৎসরাজ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! রোদন করিও না, তুমি আমার নিকট কিয়ৎকাল অবস্থান কর, আমি তোমার রোগ-জনিত অঙ্গ-বৈরূপ্যের শমতা করিয়া দিব। তখন বসন্তক যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার বিকৃত রূপ দেখিয়া

আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে বসন্তক তাঁহার আশয় বুঝিতে পারিয়া তিনিও বিকৃত মুখে হাস্য করিতে লাগিলেন, বাসবদত্তাও এই কৌতুক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অহে বিপ্র! তুমি যদি কোন কৌতূহল জনক বিষয় জ্ঞাত থাক, তবে আমাদিগের বিনোদার্থ ব্যক্ত কর। বসন্তক কহিল, হে দেবি! আমি অপূর্ব্ব উপকথা কহিতে পারি, অতএব আপনাদিগের মনোরঞ্জনার্থ একটী উপাখ্যান বর্ণন করি, শ্রবণ করুন।

লোহজঙ্ঘ ও রূপিণিকার উপাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা নামে এক নগর আছে। রূপিণিকা নামে এক বারবিলাসিনী তথায় বাস করিত। রূপিণিকার মাতা অতি প্রাচীনা এবং তাহার নাম মকর-দংষ্ট্রা। যে সকল যুবা পুরুষ রূপিণিকার গুণে বশীভূত হইয়া তাহার গৃহে আগমন করিত, মকরদংষ্ট্রাকে তাহাদিগের বিষতুল্য বোধ হইত। একদা রূপিণিকা দূর হইতে এক সুরূপ-সম্পন্ন পুরুষকে দেখিয়া দূতীকে কহিল, তুমি সত্বর গিয়া ঐ পুরুষকে অনুরোধ কর, উনি আসিয়া অদ্য আমার গৃহে অবস্থান করুন। তখন চেটী গিয়া সেই পুরুষকে তাহা কহাতে তিনি কিঞ্চিৎকাল স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আমি অতি দুঃখী ব্রাহ্মণ, আমার নাম লোহজঙ্ঘ, আমার ধন নাই, ধনী-জন-লভ্য রূপিণিকার গৃহ সন্নিধানে আমি কোথায়

আছি? ইহাতে চেটী কহিল, তিনি তোমার নিকট ধন প্রার্থনা করেন না। ইহা শুনিয়া লোহজঙ্ঘ স্বীকার করিলে চেটী গিয়া রূপিণিকাকে সমস্ত সংবাদ অবগত করাতে রূপিণিকা তদবধি পথ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে লোহজঙ্ঘ তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র বৃদ্ধা দেখিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া রূপিণিকা স্বয়ং উঠিয়া সাদরে তাহার হস্ত ধারণ করত বাসগৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল এবং তথায় লোহজঙ্ঘের গুণে বশীভূত হইয়া অন্য প্রার্থনা পরিত্যাগ করতঃ জন্ম সফল মানিয়া তাহার সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রূপিণিকার অন্য পুরুষ প্রার্থনা পরিত্যাগ অবগত হইয়া একদা মকরদংষ্ট্রা নির্জনে রূপিণিকাকে ডাকিয়া কহিল, হে পুত্রি! তুমি এই নির্দ্ধন ব্রাহ্মণকে আর কত কাল বৃথা সেবা করিবে?। বুদ্ধিমতী গণিকারা বরং শবকে স্পর্শ করে, তথাপি নির্দ্ধন পুরুষের মুখ সন্দর্শনও করে না। তুমি বেশ্যা বৃত্তিতে কালযাপন করিবে, এক পুরুষে তোমার এত অনুরাগ কেন? বেশ্যাবৃত্তি ক্ষণ ভঙ্গুর চিরকাল থাকে না। গণিকারা নটীদিগের ন্যায় কৃত্রিম প্রেম দর্শন করাইয়া থাকে, তুমি ইহার প্রতি এত যথার্থ অনুরাগ প্রকাশ কেন কর? অতএব তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর, বৃথা আপনার নাশ প্রার্থনা করিও

না। মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রূপিণিকা কহিল, লোহজঙ্ঘ আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর, অতএব তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে আমাকে কহিও না, আমার অনেক ধন আছে, আর ধনে প্রয়োজন নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া মকরদংষ্ট্রা নিরুত্তর হইল কিন্তু মনে মনে লোহজঙ্ঘের নির্ব্বাসনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর একদা মকরদংষ্ট্রা শস্ত্র-পাণি সৈন্য সামন্তগণ পরিবেষ্টিত পথে ভ্রমণকারী এক রাজপুত্রকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া কহিল, মহারাজ! এক নির্দ্ধন পুরুষ আমার গৃহে অবস্থান করত আমার বিস্তর অনিষ্ট করিতেছে, আপনি আসিয়া স্বীয় বলে তাহাকে নির্ব্বাসন করুন। রাজপুত্র তথাস্তু বলিয়া তাহার গৃহে আসিয়া সৈন্যদিগকে অনুমতি করাতে সৈন্যেরা লোহজঙ্ঘকে প্রহার করতঃ দূরীভূত করিয়া দিল। লোহজঙ্ঘও এই রূপে অপমানিত হইয়া পলায়ন করত ঘৃণায় বনে গিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল।

লোহজঙ্ঘের লঙ্কায় গমন।

একদা লোহজঙ্ঘ গ্রীষ্মতাপে ক্লিষ্ট হইয়া নির্জ্জন ছায়ায় বিশ্রাম করণার্থ গমন করিতে করিতে হঠাৎ সম্মুখে পতিত একটা প্রকাণ্ড মৃত হস্তীশরীর দেখিয়া তাহার নিকট গিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখে যে তাহার উদরদেশে এক ছিদ্র রহিয়াছে, সেই ছিদ্র দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে তন্মধ্যে অস্থি বা মাংস কিছুই নাই,

কেবল শূন্য গর্ত্ত মাত্র। তাহাতে পরম হৃষ্ট হইয়া সুখে তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল তথায় থাকিয়া উত্তাপ শান্তির পরে সুখ ছায়া আশ্রয় জন্য লোহজঙ্ঘের ঘোরতর নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল, লোহজঙ্ঘ নিদ্রা যাইতেছেন, এমত কালে বৃহৎকায় এক পক্ষী ক্ষুধায় আহার অন্বেষণ করিতে করিতে ঐ হস্তি-কায় দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে চঞ্চুতে ধারণপূর্ব্বক তাহা লইয়া সমুদ্রের পর পারে গিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করত তাহাতে চঞ্চুর আঘাত দ্বারা বৃহৎ এক ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে এক জীবিত পুরুষ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল এবং লোহ-জঙ্ঘও পক্ষীচঞ্চুর আঘাত শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তাহা হইতে বহির্গমন পুর্ব্বক আপনার সমুদ্র পারে আগমন অনুভব করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। অনন্তর বহু দুর হইতে দুই রাক্ষস লোহজংঘকে দেখিয়া রামচন্দ্র হইতে পরাভব স্মরণ করত সত্বর গিয়া তদ্দেশীয় রাজা বিভীষণের নিকটে কহিল, মহারাজ! সমুদ্রতীরে এক মানব দণ্ডায়মান রহি-য়াছে আমরা দেখিয়া আসিলাম, বোধ হয় রামচন্দ্র পুনরাগমন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া বিভীষণ মানুসা-গমন বার্ত্তায় ভীত হইয়া কহিল, তুমি পুনরায় তাহার নিকটে যাও, গিয়া সাদর সম্ভাষণ পুর্ব্বক বল যে তিনি আমার গৃহে আসিয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করুন। রাক্ষস যে আজ্ঞা বলিয়া লোহজঙ্ঘের নিকট প্রত্যাগমন পুর্ব্বক বিভীষণের বাক্য নিবেদন করাতে তিনি তাহা স্বীকার

করিয়া তাহার সহিত লঙ্কাপুরীতে গিয়া প্রবেশ করি-লেন, এবং তথাকার প্রাসাদ সকল সুবর্ণময় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিভীষণের নিকটে উপস্থিত হই-লেন। বিভীষণ তাঁহাকে দেখিয়া আসন ও আতিথ্য প্র-দান করত কহিলেন, আপনি কি নিমিত্তে ও কি রূপে এখানে আগমন করিলেন তাহা শুনিতে বাসনা করি। ইহা শুনিয়া ধূর্ত্ত লোহজঙ্ঘ কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম লোহজঙ্ঘ, মথুরায় আমার বসতি। আমি অত্যন্ত দরিদ্র অতএব ধন প্রার্থনায় নিরাহারে নারা-য়ণের তপস্যা করিতে ছিলাম, এক দিবস নারায়ণ তুষ্ট হইয়া আমাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, তুমি লঙ্কায় বিভীষণের নিকট গমন কর, তিনি আমার পরম ভক্ত অতএব তিনিই তোমাকে ধনদান করিবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি কাতর হইয়া কহিলাম, প্রভো! কোথায় সেই বিভীষণ, আর কি প্রকারেই বা আমি তাঁহার নিকট গমন করিব। ইহাতে প্রভু অনুমতি করিলেন যে এখনই তুমি গিয়া বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে অনন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি যে আমি একেবারে সমু-দ্রের পারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ! আমি এই মাত্র জানি, আর কিছুই অবগত নহি। ইহা শুনিয়া বিভীষণ মনে করিলেন, অবশ্যই ইহা দৈবপ্রভাব হইবে অতএব ইহাকে ধন দিয়া বিদায় করা আবশ্যক, ইহা ভাবিয়া তাঁহাকে প্রভূত সুবর্ণ রত্নাদি প্রদান করিলেন।

লঙ্কার উৎপত্তি বিবরণ।

লোহজঙ্ঘ ধন প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! এই লঙ্কার সকল স্থানেই কাষ্ঠময় দেখিতে পাই, ইহার কারণ কি শুনিতে বাসনা করি। বিভীষণ উত্তর করিলেন, হে বিপ্র! যদি ইহা শ্রবণ করিতে তোমার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। একদা কশ্যপাত্মজ গরুড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্বীয় পিতার নিকট গিয়া আহার প্রার্থনা করাতে কশ্যপ কহিলেন, সমুদ্রকূলে শাপভ্রষ্ট গজকচ্ছপদ্বয় যুদ্ধ করিতেছে, তুমি গিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ কর। বুভুক্ষু গরুড় তৎক্ষণাৎ গিয়া গজকচ্ছপকে চঞ্চুদ্বারা ধারণ করত উড্ডীন হইয়া কল্পবৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিল, যেমন উপবিষ্ট হইয়াছে অমনি তাহার ভরে ঐ শাখা ভগ্ন হইয়া গেল। তখন গরুড় দেখিলেন যে তাহার তলে ষষ্টি সহস্র বালিখিল্য ঋষি বসিয়া তপস্যা করিতেছেন, বৃহৎ শাখা পতিত হইলে পাছে ঋষিগণের অনিষ্ট হয় এই বিবেচনায় তাহা নখে ধারণ করত উড্ডীন হইয়া সমুদ্র মধ্যে গিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সেই শাখার উপরে এই লঙ্কা নির্ম্মিত হইয়াছে, এই জন্যই ইহা কাষ্ঠময়ী। ইহা শুনিয়া লোহজঙ্ঘ বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

লোহজঙ্ঘের নারায়ণ বেশে রূপিণিকার গৃহে গমন।

এইরূপে লোহজঙ্ঘ কিয়ৎকাল লঙ্কায় অবস্থান করত

মথুরায় গমন করিবার মানস প্রকাশ করিলে বিভীষণ মথুরাবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে প্রদানার্থ উহাঁকে রত্ন নির্ম্মিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দিলেন, আর তাঁহার সমুদ্র পার হইয়া গমনার্থ এক বৃহৎ পক্ষীকে আদেশ করিলেন যে তুমি ইহাঁকে পৃষ্ঠে বহন করত মথুরায় রাখিয়া আইস। তখন লোহজঙ্ঘ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করত ক্ষণকালের মধ্যে অনায়াসে মথুরায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাহার একটী রত্ন আপণে বিক্রয় করিয়া তন্মূল্যে উত্তম বস্ত্রাদি ক্রয় করত পরিধান পুর্ব্বক প্রদোষ সময়ে শঙ্খ চক্রাদি হস্তে লইয়া পক্ষীপৃষ্ঠে আরোহণে রূপিণিকার গৃহের উপরিভাগে গমন করিলেন। তথায় এক শব্দ করাতে রূপিণিকা বাহিরে আসিয়া দেখে আকাশে বিহগোপরি নারায়ণ অবতীর্ণ হইতেছেন। তখন রূপিণিকা গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করত আহ্বান করাতে লোহজঙ্ঘ ক্রমে ক্রমে তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল তাহার সহিত অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার পক্ষীপৃষ্ঠে আরোহণ করত আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস গতায়াত করিতে করিতে এক দিবস মকরদংষ্ট্রা উহা জানিতে পারিয়া রূপিণিকাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, রাত্রিকালে নারায়ণ গরুড়োপরি আরোহণ করত আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আগমন করেন। ইহা শুনিয়া মকরদংষ্ট্রা কহিল হে পুত্রি! তবে তুমি দেবী হইয়াছ অতএব এক্ষণে সন্তা-

নের কার্য্য কর। তুমি নারায়ণকে কহ তিনি আমাকে ইহ শরীরেই স্বর্গ লাভ করিয়া দেন। আমি বিস্তর পাতক করিয়াছি এক্ষণে শেষ দশা উপস্থিত, যাহাতে মুক্ত হই তাহা তিনি করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া রূপিণিকা একদা রাত্রিকালে সমস্ত বৃত্তান্ত লোহজঙ্ঘের নিকট নিবেদন করাতে তিনি কহিলেন, তোমার মাতা অতি পাপীয়সী, তাহাকে আমি প্রকাশ্য রূপে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারিনা। একাদশী দিবস প্রভাতে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রথমতই মহাদেবের প্রমথগণ প্রবিষ্ট হয়, সেই সময়ে তাহাদিগের সমান বেশ ধারণ করাইয়া সেই সঙ্গেই ইহাকে প্রবিষ্ট করিয়া দিব। অতএব প্রমথগণের ন্যায় ইহার মস্তক মুণ্ডন, কণ্ঠে অস্থিমালা, এক গণ্ডে শিন্দূর অন্য গণ্ডে কজ্জল, এবং নগ্ন করিয়া রাখ, আমি তাহার পূর্ব্বদিবস সায়ং কালে আশিয়া ইহাকে লইয়া যাইব। ইহা বলিয়া লোহজংঘ পক্ষীপৃষ্ঠে আরোহণ করত বিমানে প্রস্থান করিলেন। ও দিকে একাদশীর পূর্ব্ব দিবস লোহজঙ্ঘ যেরূপ আদেশ করিয়া ছিলেন, রূপিণিকা তাহার মাতাকে সেই রূপ বেশ ধারণ করাইয়া স্বর্গ যাত্রার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলেন।

মকরদংষ্ট্রার প্রতিফল প্রাপ্তি।

নিরূপিত দিবস সায়ংকালে লোহজঙ্ঘ আসিয়া উপস্থিত হইলে রূপিণিকা মাতার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার

হস্তে সমর্পণ করিল এবং লোহজঙ্ঘও তাহার হস্ত ধারণ করত বিহগে আরোহণ করিয়া তাহাকে লইয়া আকাশ পথে গমন করিলেন। কিয়ৎদূর গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী শিলাস্তম্ভের উপরে যে ত্রিশূল আছে, সেই ত্রিশূলের নিকটে গিয়া কহিলেন, মকরদংষ্ট্রে! তুমি এই স্থানে ত্রিশূল ধারণ করিয়া উপবেশন কর, আমি স্বর্গ-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে কি না দেখিয়া আসি, যতক্ষণ না আসিব ততক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া থাক, ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ও দিকে মথুরাবাসী লোক সকল রাত্রিকালে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া গমন করিতেছে দেখিয়া আকাশ হইতে লোহজঙ্ঘ কহিলেন, ওহে মথুরাবাসী লোক সকল, দেখ স্তম্ভের উপরিভাগে ধূমকেতু উদয়ের ন্যায় কি এক অলক্ষণ উদিত হইয়াছে, বোধ হয় মথুরায় কোন অমঙ্গল ঘটিবে, অতএব তোমরা এই সময়ে শ্রীকৃ-ষ্ণের আরাধনা কর। আকাশ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া মথুরাবাসী লোক সকল উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে যে স্তম্ভের উপরিভাগে কি এক কদাকার অলক্ষণ উপবিষ্ট রহিয়াছে। দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া কোলাহল করিতে করিতে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। তখন বৃদ্ধা স্তম্ভের উপরিভাগে উপবেশন করিয়া ভাবিল এখনও দেব আগমন করিলেন না, আমিও স্বর্গে গমন করিতে পারিলাম না, অথচ এক্ষণে আর ইহার উপরে উপ-বেশন করিতেও পারিনা। পরে পতন ভয়ে ক্রন্দন

করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হা! আমি পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করি। ইহা শুনিয়া তথাকার লোক সকল প্রাতঃকালে তথায় আসিয়া দেখে যে এক বৃদ্ধা স্তম্ভ পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার সেই রূপ বেশ ভূষা দর্শন করিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ এই কথা প্রচার হওয়াতে রূপিণিকা তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় মাতার সেই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে তথা হইতে অবতারিত করিল, তখন তত্রস্থ লোক সকল কহিতে লাগিল, এই বৃদ্ধা অনেক পুরুষকে বঞ্চনা করিয়াছে ইহা তাহারই ফল জানিবে। ইহা শুনিয়া লোহজঙ্ঘ তথায় আসিয়া সকল কথা প্রকাশ করাতে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। পরে লোহজঙ্ঘ বিভীষণ দত্ত সেই শঙ্খ চক্রাদি দেব হস্তে প্রদান করত স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। কপট বেশী বসন্তকের মুখে এইরূপ আশ্চর্য্য উপন্যাস শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তা অতিশয় পরিতুষ্টা হইলেন, এবং বৎসাধিপতির প্রতি তাঁহার ক্রমশঃ বদ্ধানুরাগ হইতে লাগিলেন।

বাসবদত্তা হরণের উপায় নির্দ্ধারণ।

১৩। অনন্তর বাসবদত্তা ক্রমশ পিতৃপক্ষ পরাঙ্মুখ হইয়া বৎসরাজের প্রতি প্রগাঢ় সদ্ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন যৌগন্ধরায়ণ পুনর্ব্বার গোপনে বসন্তক সমক্ষে বৎসেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! চণ্ডমহাসেন ছল করিয়া তোমাকে কারাবদ্ধ

রাখিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাৎ সুতা দান করিয়া সম্মানের সহিত মোচন করিবেন। অতএব এই সময়ে কোন রূপে আমরা ইহাকে হরণ করিয়া পলায়ন করিতে পারিলে ইহার প্রতীকার করা হয়, নতুবা লাঘব হইবে, অতএব তদ্বিষয়ে সৎপরামর্শ করা কর্ত্তব্য। চণ্ডমহাসেন পুর্ব্বে বাসবদত্তাকে এক হস্তিনী দিয়াছিলেন, তাহার নাম ভদ্রবতী, আমি শুনিলাম রাজহস্তী নড়াগিরি ব্যতীত আর কোন হস্তী তাহার সমান বেগে গমন করিতে সমর্থ হয় না এবং ভদ্রবতীর সহিত নড়াগিরির এমন প্রণয় যে তাহারা উভয়ে কখনও পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। ভদ্রবতীর হস্ত্যারোহের নাম আষাঢ়ক, আমি তাহাকে ধন দিয়া বশীভূত করিয়াছি। তুমি বাসবদত্তার সহিত সেই হস্তিনী পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ রাত্রিকালে গোপনে পলায়ন করিও, আমি এক্ষণে তোমার সখা পুলিন্দকের গৃহে গিয়া অবস্থান করি, তথায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইহা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রস্থান করিলে বৎসরাজ সেই সমুদায় কথা বাসবদত্তাকে অবগত করিলেন এবং বাসবদত্তাও সম্মত হইয়া অতি উৎসাহ পূর্ব্বক আষাঢ়ককে ডাকিয়া হস্তি সজ্জা করিতে আদেশ করিলেন। তখন আষাঢক করিণীকে সুসজ্জিত করিয়া প্রদোষ সময়ে বাসবদত্তার গৃহ দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিল, এমত সময়ে আকাশ মণ্ডলে ঘোরতর মেঘ উদিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া করিণীও

ঘোরতর শব্দ করিয়া উঠিল। হস্তিবৃংহিতাভিজ্ঞ রাজা বৎসেশ্বর করিণী রব শ্রবণ করিয়া কহিলেন, করিণী কহিতেছে যে অদ্য ত্রিষষ্টি যোজন গমন করিব।

বাসবদত্তা হরণ।

অনন্তর বৎসেশ্বর যৌগন্ধরায়ণোপদেশানুসারে আপনাকে কারা হইতে মোচন করতঃ নিজ বীণা হস্তে লইয়া বাসবদত্তা ও বসন্তকের সহিত হস্তিনীতে আরোহণ করিলেন, ইহা দেখিয়া বাসবদত্তার সখী কাঞ্চন মালাও তাঁহার সহগামিনী হইলেন। রাজপুরী হইতে বহির্গমন কালে, বহির্দ্বারে বীরবাহু ও তালভট নামে রাজার দুই সেনাপতি আসিয়া দ্বার রোধ করিলে, বৎসরাজ তাঁহাদিগকে বধ করিয়া নিরুদ্বেগে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দ্বার রক্ষকগণ উভয় সেনাপতিকে নিহত দেখিয়া রাজার নিকটে গিয়া সংবাদ প্রদান করিলে, রাজা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন, যে বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া বৎসরাজ পলায়ন করিয়াছেন। রাজার কণিষ্ঠ পুত্র পালক রাজপুরী মধ্যে এই সকল কোলাহল শ্রবণ করতঃ ক্রোধে অধীর হইয়া নড়াগিরিতে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বৎসেশ্বরের অন্বেষণে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে বৎসেশ্বর পশ্চাদ্ভাগে যুদ্ধ সজ্জায় সমাগত পালককে দেখিয়া বাণ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন নড়াগিরি ভদ্রবতীকে দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়াতে সুতরাং পালকের সংগ্রাম বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল.

এবং বৎসরাজও সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। কতক দূর গমন করিতে করিতে রজনী প্রভাতা হইল। পরে দিবা দুই প্রহর সময়ে বিন্ধ্যাটবীতে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু করিণী ত্রিষষ্টি যোজন অতিক্রম করিয়া আসাতে তৃষ্ণায় অতিশয় কাতরা হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা ও রাজ্ঞী প্রভৃতি আরোহিয়া সকলে অবরোহণ করিলে করিণী যেমন জল পান করিল, অমনি পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন রাজা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া দেখেন যে আকাশে এক বিদ্যাধরী কহিতেছে, মহারাজ! আমি মায়াবতী নামে বিদ্যাধরী, শাপদোষে হস্তিনী হইয়া এতাবৎ কাল তোমার উপকার করিলাম। ভবিষ্যতে তোমার যে পুত্র জন্মিবে, আমি তাহারও উপকার করিব। তোমার পত্নী এই বাসবদত্তা মানুষী নহেন, দেব কন্যা, ইনি কোন কারণ বশতঃ শাপদোষে অবনীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

বৎসেশ্বরের প্রতি চণ্ডমহাসেনের সন্তোষ ও উপহার প্রদান।

ইহা শুনিয়া রাজা হৃষ্ট চিত্তে কিয়ৎকাল সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থান করিয়া পরে পুলিন্দকের নিকট আপনার আগমন সংবাদ কহিবার জন্য বসন্তককে প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং ভার্য্যা সহিত তথায় পাদচারণা করিতে করিতে কতক গুলি দস্যুকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ করত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইতেছেন এমত সময়ে বসন্তককে অগ্রে করিয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে যৌগন্ধরায়ণের সহিত পুলিন্দক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দস্যুগণকে পরাজয় করিয়া অবশেষে রাজাকে প্রণাম করত স্বীয় আবাসে লইয়া গেলেন। সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে সেনাপতি রুমন্বান্ রাজার আগমন সংবাদ প্রাপ্তি পূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে রাজার সৈন্য সামন্ত হয় হস্তী সকলই আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাজা পরম হৃষ্ট হইয়া উজ্জয়িনীর সংবাদ প্রাপ্তির নিমিত্তে নিতান্ত উৎসুক হইয়া দেখেন তথা হইতে এক জন বণিক উপহার হস্তে করিয়া সম্মুখে আগমন করিতেছে, বণিক নিকটে আসিলে সম্মানের সহিত তাহাকে আসনে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে বণিক্ কহিল, মহারাজ! চণ্ড মহাসেন আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই উপহার প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি গ্রহণ করুন। বৎসরাজ ও বাসবদত্তা ইহা শ্রবণ করত আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক রত্ন বস্ত্রাদি প্রদানে বণিককে পরিতুষ্ট করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং বাসবদত্তা বসন্তককে ডাকিয়া কহিলেন, এক্ষণে আমার বিনোদার্থ একটী রমণীর উপাখ্যান শ্রবণ করাও। ইহা শুনিয়া ধীমান্ বসন্তক পতি-ভক্তি বিষয়ে একটী উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন।

গুহসেন ও দেবস্মিতার উপাখ্যান।

বসন্তক কহিলেন, বাসবদত্তে! শ্রবণ কর! তাম্রলিপ্ত নগরে ধনদত্ত নামে মহাধন সম্পন্ন এক বণিক্ বাস করিতেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। একদা ধনদত্ত ব্রাহ্মণ গণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা এমন কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান করুন, যাহাতে অচিরাৎ আমার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, আমাদিগের অসাধ্য কি আছে? শ্রৌত কর্ম্ম দ্বারা আমরা সকলই সাধন করিতে পারি। শ্রবণ কর, পুর্ব্বে এই দেশে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন, তাঁহার এক শত পাঁচ মহিষী ছিল। ব্রাহ্মণ গণ দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া তাঁহার জন্তু নামে এক পুত্র জন্মে। জন্তু ক্রমশ বর্দ্ধমান হইয়া চন্দ্র কলার ন্যায় মাতৃগণের নয়নে আহ্লাদ সঞ্চার করিতে লাগিল। একদা জন্তু জানু দ্বারা গমন করিতে করিতে উরুদেশে পিপীলিকা কর্তৃক দংষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠাতে অন্তঃপুর মধ্যে এক মহা কোলাহল উপস্থিত হইল এবং রাজাও হাপুত্র বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বালক সুস্থ হইলে রাজারও মনোদুঃখ দূর হইল, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পুত্র নানা দুঃখের কারণ, অতএব এমত কোন উপায় আছে কি না? যাহাতে আমার বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পরিতাপে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া ঐ বিষয় প্রার্থনা করাতে তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! এক উপায় আছে,

শ্রবণ কর। তোমার পুত্র জন্তুকে বধ করিয়া ক্রমশ তাহার সমুদায় মাংস বহ্নিতে আহুতি দিতে হইবে, ঐ আহুতি গন্ধ আঘ্রাণ করিলেই সকল রাজ্ঞীর এক একটী পুত্র উৎপন্ন হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্রূপ অনুষ্ঠান করাতে ক্রমশ সকল রাজ্ঞীই পুত্রবতী হইল। হে ধনদত্ত! সেই রূপ আমরাও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ দ্বারা তোমাকে পুত্রবান্ করিব। ব্রাহ্মণেরা ধনদত্তকে ইহা বলিয়া সমুদয় দ্রব্যাদি আয়োজন পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে যথাকালে ধনদত্তের গুহসেন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ক্রমশ গুহসেনের বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে ধনদত্ত তাঁহার বিবাহার্থ অনুরূপ কন্যা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্বদেশে সদৃশী কন্যা প্রাপ্ত না হইয়া ধনদত্ত পুত্রকে লইয়া বাণিজ্য চ্ছলে দ্বীপান্তরে গমন করিয়া তথায় ধর্ম্মগুপ্ত বণিকের নিকটে পুত্রের বিবাহার্থ দেবস্মিতা নাম্নে তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলে, পাত্রের বাসস্থান তাম্রলিপ্ত নগর, দ্বীপান্তরে শুনিয়া, দুহিতৃবৎসল ধর্ম্মগুপ্ত তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। ওদিকে দেবস্মিতা গুহসেনের রূপ লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া তদ্গুণাকৃষ্ট-হৃদয়ে তাহার প্রতি নিতান্ত অভিলাষিণী হইয়া পিতৃকুল পরিত্যাগ করত তাঁহার সহিত তাম্রলিপ্ত নগরে যাইবার জন্য সখী দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ধনদত্ত সখীমুখে ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাত্রিকালে দেবস্মিতাকে হরণ করত তাঁহাকে লইয়া পুত্র সহিত স্বদেশে প্রস্থান

করিলেন। কিয়দ্দিন পরে তাম্রলিপ্ত নগরে গিয়া উপস্থিত হইয়া উভয়ের পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করিলেন এবং দম্পতীও সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

গুহসেনের চরিত্র দর্শক উৎপল প্রাপ্তি পূর্ব্বক কটাহদ্বীপে গমন।

কিয়ৎকাল পরে ধনদত্ত লোকান্তরিত হইলে অন্যান্য পরিবার সকলে বাণিজ্যার্থে কটাহ দ্বীপে গমনার্থ গুহসেনকে অনুরোধ করিল, কিন্তু দেবস্মিতা অন্যাসক্তি শঙ্কায় স্বামীর বিদেশ গমন বিষয়ে কোন প্রকারে সম্মতি প্রদান করিল না। তাহাতে গুহসেন না বন্ধুবর্গের আজ্ঞা হেলন করিতে পারে, না ভার্য্যার অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, উভয় শঙ্কট দেখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া এক শিব মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক "ঈশ্বর এ বিষয়ে কর্ত্তব্য উপদেশ করুন" ইহা মনে করিয়া শিবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া পতিপ্রাণা দেবস্মিতাও তাঁহার অনুগামিনী হইয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে মহাদেব স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হইয়া দম্পতীকে দুইটী উৎপল প্রদান করত আদেশ করিলেন, তোমরা উভয়ে ইহার এক একটী পদ্ম সর্ব্বদা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে উভয়ে দূরে দূরে অবস্থান করিলেও এক জনের চরিত্রে কোন দোষ উপস্থিত হইলে অন্যের হস্তস্থিত পদ্মটী ম্লান হইয়া উঠিবে, তাহা হইলেই উভয়ের দোষ

গুণ উভয়ে জানিতে পারিবে। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই অবধি তাহারা দুই জনে মহাদেব দত্ত এক একটী পদ্ম নিয়ত হস্তে ধারণ করিয়া রহিল এবং এক একবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর গুহসেন কটাহ দ্বীপে যাত্রা করিল, এবং দেবস্মিতা হস্তস্থিত পদ্মটী নিরীক্ষণ করত গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ও দিকে গুহসেন কটাহ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া বহু মুল্য রত্ন সকল ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যখন যে কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকুন হস্তস্থিত পঙ্কজটীতে এক এক বার দৃষ্টিক্ষেপ করেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস যায়, একদা চারি জন বণিক গুহসেনের এই ব্যাপার সন্দর্শন করত তাহার তথ্যানুসন্ধানে কৌতুহলাবিষ্ট হইযা কোন কৌশলে অতি সমাদর পূর্ব্বক গুহসেনকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া তাহাকে অপরিমিত মাদিরা পানে মত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত বৃত্তান্ত উহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিল। তখন সেই পাপাত্মা নরাধমেরা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহার ভার্য্যাকে দুশ্চা-রিণী কবিবার মানসে গোপনে তাম্রলিপ্ত নগরে যাত্রা করিল। কিয়দ্দিন পরে তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইয়া কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিতে করিতে যোগকরণ্ডিকা নামে এক সন্ন্যাসিনীর আশ্রম দেখিতে পাইয়া তন্মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল এবং যোগ করণ্ডি কার নিকটে গিয়া ভক্তি ভাবে প্রণাম করত কহিল,

ভগবতি! আমরা কোন বিষয় ইচ্ছা করিয়া এখানে আগমন করিয়াছি, যদি আপনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে আমরা বহু ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিব। যোগকরণ্ডিকা কহিল, হে যুবগণ! নিশ্চয় কোন রমণীর প্রতি তোমরা অভিলাষী হইয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই, অতএব তাহা ব্যক্ত করিয়া বল, আমি অবশ্যই তোমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ করিব, ধনে আমার আবশ্যক নাই, সিদ্ধিকরী নামে আমার বুদ্ধিমতী এক শিষ্যা আছে, তাহার কল্যাণে আমি অসংখ্য-ধন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা শুনিয়া বণিকপুত্রেরা কহিল শিষ্যার কল্যাণে আপনি কি প্রকারে অসংখ্য ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শুনিতে বাসনা করি। ইহাতে সন্ন্যাসিনী কহিলেন, হে পুত্রগণ! যদি তাহা শুনিতে তোমাদিগের কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

সিদ্ধিকরীর চাতুর্য্য বর্ণন।

একদা উত্তরা পথ হইতে এক বণিক এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বণিক্ কিছুকাল থাকিতে থাকিতে আমার শিষ্যা সিদ্ধিকরী গিয়া তাহার দাসী হইয়া কর্ম্ম করিতে লাগিল। কিয়ৎ দিন পরে তাহার প্রতি বণিকের দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, এক দিবস সিদ্ধিকরী গোপনে তাহার গৃহ হইতে সমুদায় বহু মূল্য রত্ন অপহরণ করত প্রভাতে উঠিয়া পলায়ন করিল। বণিক্ প্র-

ভূমে গাত্রোত্থান করত তাহা জানিতে পারিয়া তাহার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিল, কিন্তু কেহই কোন দিকে তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। ও দিকে সিদ্ধিকরী নগরের বহির্ভাগে গিয়া এক বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমত সময়ে এক জন ডোম ঐ বণিকের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করত দাসী কর্ত্তৃক রত্নাদি হরণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মৃদঙ্গস্কন্ধে সেই স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে ঐ বৃক্ষ মূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ধূর্ত্তা সিদ্ধিকরী, পাছে ডোম চিনিতে পারে ইহা ভাবিয়া অতি দীন ভাবে তাহাকে কহিল, স্বামির সহিত বিবাদ করিয়া আমি ঘৃণায় মরণোদ্দেশে গৃহ হইতে এই বৃক্ষ মূলে আগমন করিয়াছি, কিন্তু কি রূপে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহার কিছুই জানি না, অতএব তুমি আমার উদ্বন্ধনের এক গাছি রজ্জু প্রস্তুত করিয়া কি রূপে উদ্বন্ধন করিতে হয় তাহা উপদেশ করিলে বড়ই উপকৃত হই। ইহা শুনিয়া ডোম এক গাছি রজ্জু সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষের শাখায় দিয়া তাহাকে উপদেশার্থ যেমন মৃদঙ্গের উপর উঠিয়া স্বীয় গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়াছে, চতুরা সিদ্ধিকরী অমনি মৃদঙ্গে এক পদাঘাত করাতে মৃদঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল এবং ডোমও রজ্জুতে দোদুল্যমান হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সিদ্ধিকরী এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমত সময়ে বণিক্ স্বয়ং কতক গুলি লোক

সঙ্গে করিয়া তাহার অন্বেষণার্থ দৈবাৎ সেই দিকে গিয়া বহু দূর হইতে বৃক্ষমূলে সিদ্ধিকরীকে দেখিতে পাইয়া সত্বর তদভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং সিদ্ধিকরীও উহা জানিতে পারিয়া পশ্চাৎ ভাগ দিয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ করত পল্লবাচ্ছাদিত হইয়া রহিল। বণিক ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল সিদ্ধিকরী তথায় নাই, কিন্তু যে ডোম প্রাতঃকালে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া বৃক্ষ শাখায় লম্বমান রহিয়াছে। তখন বণিকের এক জন ভৃত্য, বোধ হয় সিদ্ধিকরী এই বৃক্ষে উঠিয়াছে বলিয়া লম্ফ দিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল, এবং ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের প্রধান শাখার অগ্রভাগে গিয়া সিদ্ধিকরীর নিকটস্থ হইবামাত্র সে পত্রাবরণ হইতে বহির্গত হইয়া, "অহে ভৃত্য! অনেক দিবস অবধি আমি তোমার প্রতি অভিলাষিণী ছিলাম, এবং তোমারই নিমিত্তে এই বণিকের সমস্ত ধন হরণ করিয়া আনিয়াছি, অতএব তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, কল্য তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ধন তোমাকেই দিব" ইহা বলিতে বলিতে সিদ্ধিকরী ঐ ভৃত্যের অজ্ঞাতসারে তাহার মস্তকে এক প্রকার ঔষধি বন্ধন করিয়া দিল। যেমন ঔষধি বন্ধন করিয়াছে অমনি সে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রলাপ বাক্য কহিতে কহিতে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিল। বণিক্ তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভৃত্যকে ভূতগ্রস্ত মনে করিয়া ভয়ে তাহাকে লইয়া

পলায়ন করিল। অনন্তর সিদ্ধিকরী বৃক্ষ হইতে অব- রোহণ করত গৃহে আসিয়া সে সমুদায় ধন আমার নিকট সমর্পণ করিল। এই রূপে সিদ্ধিকরী শিষ্যা হইতে আমি বহুধন সম্পান্না হইয়াছি।

যোগকরণ্ডিকার চাতুর্য্য বর্ণন।

এই কথা কহিতে কহিতেই সিদ্ধিকরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যোগকরণ্ডিকা সন্ন্যাসিনী বণিক- পুত্রদিগকে তাহার পরিচয় দিয়া কহিল এক্ষণে তোমা- দিগের কাহাকে ইচ্ছা হয় বল, আমি তাহা সম্পন্ন করিয়া দিব। ইহা শ্রবণ করিয়া বণিকগণ কহিল, গুহসেন বণিকের ভার্য্যা দেবস্মিতাকে অবশ্যই আপনি জানেন, আমরা তাহাকেই প্রার্থনা করি। সন্ন্যাসিনী ইহা শ্রবণ করিয়া স্বীকার করিল এবং তৎক্ষণাৎ শিষ্যা সহিত গুহসেনের ভবনে গমন করিল। দেবস্মিতার গৃহ দ্বারে এক কুক্কুরী শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত, কোন অদৃষ্ট পূর্ব্ব ব্যক্তিকে দেখিলে সে আক্রম করিতে যাইত। সিদ্ধিকরী সহিত যোগকরণ্ডিকা তথায় উপস্থিত হইবা- মাত্র ঐ কুক্কুরী তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে দেবস্মিতা দেখিয়া দাসী প্রেরণ করত তাহাদিগকে গৃহ মধ্যে আনয়ন করিল। পরে প্রণাম পূর্ব্বক আগ- মন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করাতে যোগ করণ্ডিকা কহিল, গত রাত্রিতে আমি এক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, এজন্য অদ্য তোমাকে দেখিতে আসিলাম, তোমার স্বামী বিদেশে

থাকাতে তোমাকে দেখিয়া আমার মনং অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত হইতেছে, প্রিয়োপভোগ ব্যতীত কামিনী গণের রূপ যৌবন বৃথা ইত্যাদি অনেক প্রকার স্নেহ বাক্য কহিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক শিষ্যা সহিত প্রব্রাজিকা গৃহে গমন করিল। পর দিন পিষ্ট মরিচ লিপ্ত এক খণ্ড মাংস হস্তে করিয়া পুনর্ব্বার দেবস্মিতার গৃহে গমন করিল এবং দ্বারস্থিত কুক্কুরীকে সেই মাংস প্রদান করিল। শুনী মাংস ভক্ষণ করিবামাত্র মরিচ দোষে তাহার দুই নয়ন হইতে অনবরত অস্রু নির্গত হইতে লাগিল। তখন যোগকরণ্ডিকা দেবস্মিতার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিল, দেবস্মিতে! দেখ তোমার দ্বারস্থিত শুনী কল্য আমাকে চিনিতে পারে নাই, অদ্য দেখিবা মাত্র রোদন করিতে আরম্ভ করিল এবং আমিও উহাকে চিনিয়া মনোদুঃখে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছি। ইহা শ্রবণ করিয়া দেবস্মিতা বাহিরে দৃষ্টিপাত করত কুক্কুরীকে নয়ননীরে ভাসমানা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধে জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কারণ কি সবিশেষ ব্যক্ত কর। ইহাতে প্রব্রাজিকা কহিল, পূর্ব্ব জন্মে আমি আর এই কুক্কুরী উভয়ে সপত্নী ছিলাম, এক ব্রাহ্মণ আমাদিগের স্বামী ছিলেন, তিনি রাজার দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর দেশান্তরে যাতায়াত করিতেন, প্রায় গৃহে অবস্থান করিতেন না। তাহাতে আমি প্রিয়োপভোগে বঞ্চিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে আর কোন পুরুষ

সমাগমই অবশিষ্ট রাখিলাম না, ইন্দ্রিয়ের অব্যাহতিকে পরম ধর্ম্ম জানিয়া তাহাই আচরণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার সপত্নী শীল রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অধর্ম্মে তিনি এই কুক্কুরী হইয়া জন্মিয়াছেন, কিন্তু আমরা উভয়েই জাতিস্মর।

দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল।

ইহা শুনিয়া দেবস্মিতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন; এ আবার কি রূপ ধর্ম্ম, বোধ হয় এই ধূর্ত্তা প্রব্রাজিকা আমার প্রতি কোন দুর্দ্দৈব ঘটাইবার জন্য এইরূপ কল্পনা করিতেছে, ভাল, দেখি ইহার কত দূর ক্ষমতা। ইহা চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে তাপসি! আমি এত কাল এ ধর্ম্ম অজ্ঞাত ছিলাম, এক্ষণে তোমার প্রসাদে জানিলাম, অতএব সত্বর তুমি আমাকে কোন পুরুষ আনিয়া দেও। তখন যোগকরণ্ডিকা মনে মনে হৃষ্ট হইয়া কহিল, কটাহদ্বীপ হইতে চারিটী বণিক্‌পুত্র আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তোমার ইচ্ছা হইলে তাহা দিগকে আনিয়া দিতে পারি। ইহাতে দেবস্মিতা সম্মত হইলে প্রব্রাজিকা স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। এদিকে দেবস্মিতা দাসীকে ডাকিয়া কহিল, যোগকরণ্ডিকার কথার ভাবে বোধ হইল, কটাহ দ্বীপে আমার স্বামীর হস্তে অম্লান পঙ্কজ দেখিয়া এবং কোন রূপে তাহার বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য তথা হইতে চারিটী ভ্রষ্ট বণিকপুত্র আসিয়া

উহার গৃহে বাস করিতেছে, অতএব তাহাদিগকে যাহাতে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিতে পারা যায়, এমত কোন উপায় চিন্তা করিতে হইবে। তুমি কতকগুলি ধুস্তূরবীজ পেষণ করত জলে মিশ্রিত করিয়া রাখ এবং অবিকল কুক্কুরের পায়ের ন্যায় একখানি লৌহময় পা প্রস্তুত করিয়া আন। অনন্তর দাসী উহা প্রস্তুত করিয়া আনিলে দেবস্মিতা স্বসদৃশ রূপিণী অন্য এক দাসীকে সেই গৃহে রাখিয়া স্বয়ং গৃহান্তরে অবস্থান করিলেন। দাসী সেই লৌহময় কুক্কুর পা খানি অগ্নিতে দগ্ধ করিতে দিয়া রাত্রি কালে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমত সময়ে চারি জন বণিকপুত্র এবং শিষ্যা সহিত যোগকরণ্ডিকা আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলে দেবস্মিতা-বেশ-ধারিণী চেটী কহিল, তোমরা সকলে অন্য গৃহে উপবেশন করত এক এক জন করিয়া এ গৃহে আগমন কর। ইহা শুনিয়া তাহারা সকলে অন্য গৃহে উপবেশন করিল এবং উহার মধ্যে এক জন বণিকপুত্র সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র চেটী সমাদরপূর্ব্বক তাহাকে ধুস্তূরযুক্ত মধুপানে মত্ত করত বস্ত্রালঙ্কারাদি খুলিয়া লইয়া ললাটে দগ্ধ লৌহময় কুক্কুরপাদ চিহ্ন করিয়া অন্য দ্বার দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে অন্য ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া ঐ রূপ অবস্থা করিল। এই প্রকারে চারি ব্যক্তিকেই যথোচিত পুরস্কার দিয়া পরে শিষ্যা সহিত যোগকরণ্ডিকাকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকেও মধুপানে মত্ত করত উভয়ের নাসাকর্ণ ছেদন

করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। ওদিকে রাত্রি শেষে বণিকপুত্রেরা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত লজ্জাগ্রস্ত হইল এবং পাছে লোকে ললাটের চিহ্ন দেখিতে পায় এ জন্য মস্তকে এক এক উষ্ণীশ বন্ধন করত গোপনে স্বদেশে প্রস্থান করিল। তখন দেবস্মিতা ভাবিলেন, দুরাত্মা বণিকেরা পাছে স্বদেশে গিয়া ক্রোধে আমার পতির কোন অত্যা-চার করে, অতএব কোন রূপে তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। ইহা মনে করিয়া শ্বশ্রুর নিকটে গিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করাতে তাহার শ্বশ্রু কহিলেন, হে পুত্রি! যাহা করিয়াছ তাহা সাধু কার্য্যই করিয়াছ, কিন্তু পাছে আমার বিদেশস্থ পুত্রের কোন অনিষ্ট হয়, তাহার উপায় কি। ইহা শুনিয়া দেবস্মিতা কহিলেন, যেমন শক্তিমতী নামে এক স্ত্রী তাহার স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিল, আমিও তদ্রূপ স্বামীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিব। ইহাতে শ্বশ্রু ঐ শক্তিমতী বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করাতে দেবস্মিতা কহিলেন, শ্রবণ কর।

শক্তিমতীর বিবরণ।

আমার পিতৃ গৃহের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের মধ্যস্থলে একটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে এক যক্ষদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তত্রত্য লোকে কামনা সিদ্ধির নিমিত্তে ঐ যক্ষদেবের পূজা করিয়া থাকে। তদ্দেশীয় রাজার এমত শাসন আছে, যে রাত্রিকালে পরস্ত্রীর সহিত

কোন পুরুষকে ধরিতে পারিলে প্রহরীরা উভয়কেই সেই মন্দির মধ্যে সমস্ত রাত্রি বদ্ধ রাখিয়া প্রাতঃকালে রাজসভায় আনিয়া উপস্থিত করিবে, এবং পরে রাজা তাহার বিচার করিয়া উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন। এক দিবস রাত্রিকালে সমুদ্রদত্ত নামে এক বণিক এক পরবণিতার সহিত প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সেই যক্ষ-মন্দিরে রুদ্ধ হয়, তখন সমুদ্রদত্তের পত্নী পতিব্রতা শক্তিমতী ঐ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে স্বামীর উদ্ধারার্থ পূজোপহার হস্তে লইয়া দেবমন্দির দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র পূজার্থ আগমন মনে করিয়া প্রহরী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল এবং শক্তিমতী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বস্ত্রালঙ্কারাদি ঐ পরবণিতাকে পরাইয়া সখীগণ সহিত মন্দির হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া স্বয়ং স্বামি সহিত সেই মন্দির মধ্যে রাত্রি যাপন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রহরী শক্তিমতী সহিত সমুদ্রদত্তকে রাজসভায় উপস্থিত করিলে রাজা স্বীয় স্ত্রী সহিত সমুদ্রদত্তকে দেখিয়া প্রহরীকে দণ্ডপ্রদান করত দম্পতীকে অদোষ-স্পর্শিত জানিয়া মুক্ত করিলেন, এই রূপে শক্তিমতী স্বীয় পতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপে আমার পতিকে রক্ষা করিব, তাহার সন্দেহ নাই।

স্বামিকে আনয়নার্থ দেবস্মিতার কটাহ দ্বীপে গমন ও রাজসভায় বণিকপুত্র গণের দণ্ড বিধান।

দেবস্মিতা শ্বশ্রূকে এই কথা কহিয়া দাসীকে ভৃত্য-

বেশ পরাইয়া স্বয়ং বণিক বেশ পরিধান করতঃ উভয়ে যানারোহনে কটাহ দ্বীপে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎ দিন পরে কটাহ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া ইতস্তত জিজ্ঞাসা করতঃ কৌশলে স্বামীর কুশল বার্ত্তা লইয়া পরে ক্রমশ গিয়া রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তাম্র-লিপ্ত নগর হইতে এক আবেদনার্থ রাজ সভায় উপস্থিত হইয়াছি, অতএব আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। আমার চারিটী ভৃত্য পলায়ন করিয়া আসিয়া এই নগর মধ্যে বাস করিতেছে, আপনি সেই ভৃত্য সকল আমাকে প্রদান করুন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, কে তোমার ভৃত্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে আমি অবশ্যই যথাবিহিত করিব। তখন দেবস্মিতা, পূর্ব্বে যে চারি জন বণিক তাঁহার সতীধর্ম্ম নাশার্থ তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, যদি আপনার প্রত্যয় না হয়, তবে ইহাদিগের উষ্ণীশ খুলিয়া দেখুন, আমি ইহাদিগের ললাটে কুক্কুর পদচিহ্ন করিয়া দিয়াছি। তখন রাজা তাহাদিগের উষ্ণীশ মোচন করত চিহ্ন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বণিক পুত্রেরা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল। পরে রাজা কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে দেবস্মিতা সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিলে, তত্রস্থ লোকে তাহাদিগকে উপহাস করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এই সকল কৌতুক দর্শনের পর রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ বণিকগণের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া দেবস্মি-

তাকে কহিলেন, উহারা যথার্থই তোমার দাস বটে, অতএব উহাদিগের দাস্য মুক্তির জন্য তুমি এই সমস্ত ধন লইয়া গমন কর। ইহা শুনিয়া দেবস্মিতা ঐ সমস্ত ধন গ্রহণ পূর্ব্বক রাজার নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বামীর নিকট আগমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করত তাঁহাকে লইয়া স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। হে দেবি! বাসব দত্তে! মহা কুলোদ্ভবা নারীরা এই রূপেই পতি-প্রাণা হইয়া থাকেন, পতিই সতীদিগের পরম দেবতা। বসন্তকের মুখে এই মহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বাসব-দত্তা ক্রমশ পিতৃকুলে স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতির প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভক্তিমতী হইতে লাগিলেন।

বৎসেশ্বর কর্ত্তৃক বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ।

১৪। এই রূপে বাসবদত্তা সহিত বৎসেশ্বর কুতূহলা-ক্রান্ত-চিত্তে পরম সুখে তথায় বাস করিতেছেন, এমত কালে চণ্ডমহাসেন-প্রেরিত বণিক কহিল, মহারাজ! চণ্ডমহাসেন কহিয়াছেন যে বাসবদত্তাকে প্রদান করিবার জন্যই এতকাল আপনাকে তিনি বদ্ধ রাখিয়াছিলেন, অতএব বাসবদত্তা হরণ করাতে আপনার প্রতি তাঁহার কোন প্রকারে প্রীতির ন্যূনতা হয় নাই। এজন্য আপ-নাকে এই অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, যে তাঁহার কন্যার যেন অবিধি পূর্ব্বক বিবাহ না হয়, আপনি কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা করিবেন, অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার পুত্র গোপালক আসিয়া যথাবিধি আপনাকে বাসবদত্তা

প্রদান করিবেন। ইহা শুনিয়া বৎসেশ্বর বাসবদত্তার সহিত কিয়ৎকাল তথায় সুখে অবস্থান করিয়া পরে কৌশাম্বী গমনে মনস্থ করিলেন এবং সেই বণিক ও পুলিন্দক উভয়কে গোপালকের আগমন প্রতীক্ষায় তথায় থাকিতে এবং গোপালক আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার সহিত কৌশাম্বী যাইতে কহিয়া, আপনারা কৌশাম্বীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে স্বীয় নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসবদত্তা সহিত বৎসরাজ স্বীয় পুরীতে প্রবেশ করিবামাত্র পুরীর শোভা সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পৌরজনেরা মঙ্গলধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল এবং স্তুতি পাঠকেরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্তব করিতে লাগিল। এই রূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে এক দিবস বণিক্ ও পুলিন্দকের সহিত বাসবদত্তার ভ্রাতা গোপালক আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপালক রাজ সভায় উপস্থিত হইবামাত্র রাজা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণ করত উপবেশন করাইয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখে সমস্ত কুশলবার্ত্তা ও চণ্ডমহাসেনের প্রীতির কথা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ ও বাসবদত্তা উভয়ে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। পরে গোপালক শুভ দিনে উভয়ের পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করিয়া প্রভূত ধন রত্ন দিয়া বৎসেশ্বরের কোষ পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন, তাহাতে বৎসেশ্বর রাজাধিরাজ হইয়া বাসবদত্তার সহিত

সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই বিবাহ মহোৎসব উপলক্ষে প্রজাবর্গের তুষ্টি সম্পাদনার্থ রাজা বৎসেশ্বর তৎকার্য্যে যৌগন্ধরায়ণ ও রুমন্বানকে নিযুক্ত করিলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ রুমন্বানকে কহিলেন, সখে! সাধারণ লোকের সন্তোষ জন্মান অতিশয় দুরূহকার্য্য, কিন্তু রাজা এই কঠিন কার্য্যে আমাদিগকে নিযুক্ত করিলেন, অতএব যে ব্যক্তি যাহাতে সন্তুষ্ট হয় তাহার তাহাই করিতে হইবে, যেহেতু বালকও অসন্তুষ্ট হইলে দোষ উদ্ভাবন করিতে পারে। তদ্বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ বালবিনষ্টকের উপাখ্যান শ্রবণ কর।

বালবিনষ্টকের উপাখ্যান।

পূর্ব্বে কোন স্থানে রুদ্রশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণের দুই স্ত্রী ছিল। তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠা একটী পুত্র প্রসব করিয়া পরলোক গমন করে। অপরা স্ত্রীর কতক গুলি পুত্র ও কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠার পরলোক প্রাপ্তির পর রুদ্রশর্ম্মা তাহার পুত্রের প্রতিপালনের ভার ঐ অপরা পত্নীর প্রতি অর্পণ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী আপনার সন্তান দিগকে উত্তমোত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিত এবং সপত্নী সন্তানকে অনাদর করতঃ রূক্ষ ও কদন্ন ভক্ষণ করাইত। তাহাতে মাতৃহীন বালক ক্রমে ক্রমে কৃশ ও ধূষর বর্ণ হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া রুদ্রশর্ম্মা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বোধ হয় তুমি এই মাতৃহীন বালককে উপেক্ষা কর, বিশিষ্টরূপে

প্রতিপালন কর না, নতুবা এ বালক পূর্ব্ব হইতে এত কৃশ কেন হইল? ইহাতে বিপ্রপত্নী কহিল, আমি ইহাকে স্বীয় সন্তান হইতেও স্নেহ করিয়া প্রতিপালন করি, তথাপি যে এ কেন এরূপ কৃশ হইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রুদ্রশর্ম্মা "তবে এ বালকের স্বভাবই এইরূপ" ইহা বিবেচনা করিয়া, স্নেহের সহিত প্রতিপালিত হওয়াতেও বালকের শরীর বিনষ্ট হইতেছে মনে করিয়া তাহার নাম রাখিলেন বালবিনষ্টক। এই রূপে কিয়দ্দিবস গতে বালবিনষ্টকের কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে সে বিবেচনা করিল, বিমাতা আমাকে সর্ব্বদা কষ্ট দেয়, ইহার কোন রূপ প্রতিক্রিয়া করিতেই হইবে, তাহার উপায় কি, চিন্তা করিয়া নির্জ্জনে পিতার নিকট গিয়া প্রত্যহ কহিতে আরম্ভ করিল, পিতঃ! আমার দুই পিতা আছে। এই রূপ প্রত্যহ শ্রবণ করিতে করিতে রুদ্রশর্ম্মা মনে করিলেন, যখন অবোধ বালক প্রত্যহ এরূপ কহিতেছে, তখন বোধ হয় আমার পত্নীর উপপতি থাকিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা মনে করিয়া পত্নীর প্রতি তিনি ক্রমশ অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বিপ্রপত্নী মনে করিলেন, বিনা দোষে পতি যে আমার প্রতি এরূপ রুষ্ট হইয়াছেন, ইহার কারণ আর কিছুই দেখিতেছি না, অতএব বোধ হয় বালবিনষ্টক ইহাঁর নিকট আমার কোন প্রকার গ্লানি করিয়া থাকিবেক। অনন্তর বিপ্রপত্নী সাদরে বালবিনষ্টককে ক্রোড়ে লইয়া

সুস্নিগ্ধ ভোজন পান প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, মাতঃ! তুমি আমাকে ক্লেশ দিয়া স্বীয় সন্তান দিগকে সুখভোগ করাইয়া থাক। এখনও যদি তাহা হইতে ক্ষান্ত হও, ভালই, নতুবা তাহার প্রতিফল দিব। ইহা শুনিয়া বিপ্রপত্নী ভয়ে শপথ করিয়া কহিল, হে পুত্র! আমি আর এমন কর্ম্ম কখন করিব না, অতএব তুমি যাহা করিয়াছ এক্ষণে তাহার প্রতীকার কর। তখন বালবিনষ্টক এক খানি দর্পণ হস্তে করিয়া পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক সম্মুখে ধরিয়া কহিল, তাত! দেখ, ইহার ভিতরে আমার আর এক পিতা রহিয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া রুদ্রশর্ম্মা আশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকারণ-দূষিত পত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। বালকও রুষ্ট হইলে এইরূপ দোষ উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়, অতএব সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করাই কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বানের সহিত বৎসরাজের বিবাহোৎসব উপলক্ষে আবাল বৃদ্ধ হীন প্রধান সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। তখন সকল লোকের সন্তোষ দেখিয়া রাজা আহ্লাদে স্বয়ং সেই সেনাপতি ও মন্ত্রী উভয়কে বস্ত্র অলঙ্কার ও গ্রামাদি প্রদান করিলেন। এই রূপে বৎসরাজের বিবাহোৎসব সমাপ্ত হইলে গোপালক বৎসরাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তথা হইতে স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন এবং বৎসরাজ উদয়নও বাসবদত্তার সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

মঞ্জুলিকার সহিত বৎসেশ্বরের বিবাহ ও বাসবদত্তার তুষ্টি সম্পাদন।

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে এক দিবস রাজা বসন্তকের সহিত বায়ুসেবনার্থ উদ্যানে গিয়া লতাগৃহে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে দৈবাৎ সেই উদ্যানে লক্ষ্মী-সম-রূপিণী পরম লাবণ্যবতী মঞ্জুলিকা নামে এক কন্যাকে দেখিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে তাহাকে বিবাহ করিলেন। পতিপ্রাণা রাণী বাসবদত্তা স্বীয় প্রাসাদের গবাক্ষ দ্বারা এই ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করত তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে ক্রমশ তথায় গমন পূর্ব্বক কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেবল "বসন্তকের সমক্ষে রাজা আমাকে অনাদর করিয়া অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন, তথাপি বসন্তক তাঁহাকে নিষেধ করিল না, অতএব বসন্তকেরই এ সকল অপরাধ" ইহা ভাবিয়া, বস্ত্র দ্বারা তাহাকে বন্ধন করত স্বীয় গৃহে আনয়ন করিলেন। যতক্ষণ রাণী আগমন করিলেন এবং বসন্তককে বন্ধন করিয়া লইয়া গমন করিলেন, ততক্ষণ রাজা অপ্রতিভ হইয়া নিস্তব্ধ ছিলেন, পরে অল্পে অল্পে গৃহে গমন পূর্ব্বক রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার সন্তোষজনক বাক্যে রাণীর প্রসন্নতা সম্পাদন করাতে, সাধ্বী স্ত্রীর কোমল অন্তঃকরণ আর কতক্ষণ রুষ্ট থাকিতে পারে, সুতরাং তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া মঞ্জুলিকার প্রতি প্রসন্ন ভাব প্রকাশ করত

বসন্তকের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তখন বসন্তক করপুটে রাণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দেবি! অপরাধী সর্পের প্রতি ক্রোধ পরবশ হইয়া আপনি নিরপরাধী ডুণ্ডুভকে প্রহার করিলেন। ইহা শুনিয়া বাসবদত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, বসন্তক! তুমি যে দৃষ্টান্ত বাক্য কহিলে, আমি তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না, অতএব তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর। বসন্তক উত্তর করিল, শ্রবণ কর।

একের অপরাধে অপরের দণ্ডের উদাহরণ।

পূর্ব্বকালে রুরু নামে এক মুনি পুত্র বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রূপ যৌবন সম্পন্না অদ্ভুত দর্শনা এক কন্যাকে নয়ন গোচর করিয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করাতে কন্যা কহিল, আমি মেনকার গর্ভে এক বিদ্যাধরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করি। স্থূল কেশ ঋষি নিজ আশ্রমে রাখিয়া আমাকে কন্যাভাবে প্রতিপালন করেন, আমার নাম পৃষদ্বরা। ইহা শ্রবণ করিবামাত্র রুরুর মন পৃষদ্বরা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে রুরু গিয়া তাহাকে বিবাহার্থ স্থূল কেশ ঋষির নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং স্থূল কেশও তাঁহাকে ঐ কন্যা প্রদান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে বিবাহের দিন স্থির হইলে যে দিবস বিবাহ হইবে তাহার পুর্ব্ব দিবস সর্প দংশনে ঐ কন্যার প্রাণ বিয়োগ হইল। রুরু তৎসংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত বিষণ্ন হৃদয়ে মৌন ভাবে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এমত

কালে দৈববাণী হইল যে এই কন্যার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, অতএব রুরু! তুমি যদি ইহাকে স্বীয় আয়ুর অৰ্দ্ধ প্রদান কর, তাহা হইলে কন্যা জীবিতা হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া রুরু নিজ আয়ুর অৰ্দ্ধ প্রদান করত তাহাকে জীবিত করিয়া বিবাহ করিলেন, কিন্তু সর্পজাতির প্রতি তদবধি তাঁহার এমন ক্রোধ জন্মিল যে, যে সর্পকে তিনি সম্মুখে দেখেন তাহাকেই বধ করিতে লাগিলেন। একদা এক ডুণ্ডুভকে দেখিয়া তিনি মারিতে উদ্যত হইলে, ডুণ্ডুভ মানুষ ভাষায় কহিল, ব্রহ্মন্! তুমি সর্পের প্রতি ক্রোধ করিয়া ডুণ্ডুভকে কেন বধ কর? সর্প তোমার প্রিয়াকে দংশন করিয়াছে, ডুণ্ডুভ নহে। সর্পে ও ডুণ্ডুভে কত প্রভেদ তাহা শ্রবণ কর, সর্পের বিষ আছে, ডুণ্ডুভের বিষ নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া রুরু কহিল, তুমি মর্ত্ত্যের ন্যায় কথা কহিতেছ, অতএব তুমি কে তাহা বল। ইহাতে ডুণ্ডুভ উত্তর করিল, আমি মুনি পুত্র, বশিষ্ঠ ঋষির শাপে ডুণ্ডুভ হইয়াছি, তোমার সহিত কথোপকথন পর্য্যন্তই আমার শাপাবশান। ইহা বলিয়া ডুণ্ডুভ শাপ মুক্ত হইয়া অন্তর্হিত হইল এবং রুরুও তদবধি ডুণ্ডুভ হত্যা হইতে নিরস্ত হইলেন। হে দেবি! আমি তোমাকে এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ নিরপরাধী ডুণ্ডুভ প্রহারের কথা কহিয়াছি। ইহা শ্রবণ করিয়া রাণী বাসবদত্তা বসন্তকের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং রাজা উদয়নও তদবধি সুখাসক্ত চিত্ত হইয়া মন্ত্রিগণের প্রতি

রাজ্য ভার অর্পণ করত কেবল বাসবদত্তার সহিত সুখ-ভোগে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

বৎসেশ্বর সুখাসক্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করাতে তাহার প্রতিবিধানের মন্ত্রণা।

১৫। বৎসরাজ উদয়ন ক্রমে ক্রমে সুখভোগে এমন বদ্ধচিত্ত হইলেন যে, রাজ্য রক্ষা বা বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে তাঁহার আর মনোযোগ কিছুই রহিল না, তিনি কেবল সুখভোগেই নিয়ত নিযুক্ত থাকিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও সেনাপতি রুমণ্বান্ দ্বারা সমস্ত রাজ্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। একদা যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বানকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, শুন সেনাপতি! আমাদিগের রাজা উদয়ন পাণ্ডব বংশ-প্রসূত এবং এই রাজ্য ও গজসাহ্বয় নগর ইহাঁর বংশ পরম্পরাগত, কিন্তু ইনি সুখাসক্ত-চিত্ত হইয়া হেলায় ইহা হইতে চ্যুত হইবার উপক্রম করিতেছেন। অতএব ইনি যখন আমাদিগের প্রতি ইহার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন, তখন সাধ্যমত আমাদিগের এমন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ইহাঁর বংশ পরম্পরায় এই রাজ্য অব্যাহত রূপে আবহমান থাকে, কখন ইহা অন্য হস্তগত না হইতে পারে, ইহা করিতে পারিলে আমাদিগের প্রভু-ভক্তি ও মন্ত্রির কার্য্য বিশিষ্টরূপ প্রকাশ পাইবে। সমুদায়ই মন্ত্রণা সাধ্য, বুদ্ধি দ্বারা কি না সিদ্ধ হইতে পারে? তাহার উদাহরণ শ্রবণ কর।

মহাসেন রাজার রোগ মুক্তির উদাহরণ প্রদর্শন।

পূর্ব্বকালে মহাসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা এক মহাবল পরাক্রান্ত প্রবল রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন। অনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার প্রতি-বিধানের কোন পন্থা স্থির করিতে না পারিয়া অহর্নিশ তদ্বিষয় ভাবিতেং তাঁহার উদরে গুল্ম রোগ জন্মিল। ক্রমে ক্রমে ঐ রোগ এমন বদ্ধ-মুল হইল যে, কোন প্রকারে তাহার আর আরোগ্যের উপায় থাকিল না। পরে মহাসেনের মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত, এমন সময়ে এক বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক রাজাকে দেখিয়া তাঁহার রোগের সমস্ত বিষয় অনুভব করত ঔষধাসাধ্য স্থির করিয়া কৌশলে আরোগ্য করিবার নিমিত্তে কহিলেন, মহারাজ! দেবীর পরলোক হইয়াছে। এই বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র রাজা পূর্ব্ব চিন্তা সকল বিস্মৃত হইয়া রাণীর শোকে মুহ্যমান হইলে, চিন্তাজনিত সমস্ত রোগ তাঁহার এককালে সমূলে উন্মূলিত হইল। মহাসেন রোগ মুক্ত হইয়া পরে রাণীকে জীবিত দেখিয়া শোক হইতেও উত্তীর্ণ হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে শত্রু জয় করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অতএব ঐ চিকিৎসক যে রূপ বুদ্ধি কৌশলে মহাসেন রাজার হিত সাধন করেন, তদ্রূপ আমরাও কোন প্রকার কৌশলে উদয়ন রাজার রাজ্যের অপ্রতিহতি সাধন করিব। এক্ষণে দেখিতে পাই মগধেশ্বর ইহাঁর পরিপন্থি এবং তিনি

অতিশয় প্রবল। আমাদিগের প্রতি তাঁহার কোপও আছে, কিন্তু পদ্মাবতী নামে অতি রূপবতী তাঁহার এক কন্যা আছে, চল আমরা গিয়া বৎসরাজের নিমিত্তে তাঁহার নিকট সেই কন্যা প্রার্থনা করি, কিন্তু কোন কৌশলে বাসবদত্তাকে গোপন করিতে হইবে, তাহা না হইলে বাসবদত্তা সত্ত্বে তিনি ইহঁকে কন্যাদান করিবেন না। পূর্ব্বে আমি একবার বৎসরাজের নিমিত্তে তাঁহার নিকট পদ্মাবতী প্রার্থনা করিয়া ছিলাম, তাহাতে তিনি কহেন, "বাসবদত্তার প্রতি বৎসরাজের যে রূপ প্রীতি, তাহাতে বাসবদত্তা সত্ত্বে তাঁহার আর অন্য কন্যা পরিণয় করা কর্ত্তব্য নহে"। অতএব কৌশল করিয়া ইহা সম্পন্ন করিতে হইবে। এক শূন্য গৃহ দগ্ধ করিয়া গৃহ দাহে দেবী দগ্ধ হইয়াছেন এই বার্ত্তা ঘোষণা কর। দেবী দগ্ধ হইয়াছেন এই কথা বিখ্যাত হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে, এবং পদ্মাবতী লব্ধ হইলে মগধাধিপতি আমাদিগের প্রতি কোপ পরিত্যাগ করিযা সহায় হইবেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহায়তায় ক্রমশ সর্ব্ব দেশ জয় করিয়া বৎসরাজের স্থির রাজ্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব। এইরূপ মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাপতি রুমণ্বান সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, যদি আমরা পদ্মাবতী প্রাপ্তি হেতু এই ছল অবলম্বন করি, তাহা হইলে বোধ হয় উহা আমাদিগের দোষের নিমিত্তে হইবে, তদ্বিষয়ে এক উদাহরণ শ্রবণ কর।

কর্ম্মদোষে বানর কর্তৃক ঋষির নাসা কর্ণ চ্ছেদন।

গঙ্গাতটে মাকন্দিকা নামে এক নগর আছে। ঐ নগরের প্রান্তভাগে এক মঠ মধ্যে শিষ্য প্রশিষ্য সহিত মৌন ব্রতধারী এক পরিব্রাজক অবস্থিতি করিতেন। তিনি একদা ভিক্ষার্থ এক বণিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী পরমা রূপসী কন্যা ভিক্ষা দ্রব্য হস্তে করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইল। পরিব্রাজক কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে স্মরবাণে অধীর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক "হাকষ্ট" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করত নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। বণিক্ ঐ শব্দটী শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইবার জন্য নির্জ্জনে সন্ন্যাসীর ভবনে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন্! আপনি অদ্য অকস্মাৎ মৌনব্রত পরিত্যাগ করিয়া আমার বাটীতে যে শব্দটী উচ্চারণ করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য কি, জানিতে বাসনা করি। পরিব্রাজক উত্তর করিল, তোমার কন্যাটী অতিশয় দুর্লক্ষণা, যখন উহার বিবাহ হইবে তখন দারা পুত্র সহিত তোমার নিশ্চিত নাশ হইবে, এজন্য হঠাৎ উহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে মহা দুঃখ উপস্থিত হইল, যেহেতু তুমি আমার ভক্ত, অতএব আমি তোমার অমঙ্গল দর্শন করিলে কাতর হই। ইহা শ্রবণ করিয়া বণিক্ কন্যাকে স্বীয় বিনাশের নিদান জানিয়া উৎকণ্ঠিত হইলে পরিব্রাজক পুনর্ব্বার কহিলেন, ঐ অমঙ্গল নিবা-

ব্রণের এক সদ্যুক্তি আছে শ্রবণ কর, তুমি ঐ কন্যাকে এক সিন্ধুকে প্রবিষ্ট করিয়া তাহার উপরে এক প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া রজনী যোগে গঙ্গা স্রোতে ভাসাইয়া দেও, তাহা হইলেই বিঘ্ন শান্তি হইবে। ভীরু স্বভাব ব্যক্তিরা সহজেই বিবেচনা শূন্য হইয়া থাকে। ঐ বণিক গৃহে গিয়া প্রাণ ভয়ে অনায়াসে তাহাই করিল। এ দিকে পরিব্রাজক নিজ শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা গঙ্গাকূলে গিয়া উপবেশন করিয়া থাক, কিয়ৎকাল পরে জ্বলন্ত প্রদীপবিশিষ্ট এক সিন্ধুক স্রোতে ভাসিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইতে দেখিলে উহা উঠাইয়া আনিও, কিন্তু তথায় কোন প্রকারে সিন্ধুকের কবাট উদ্ঘাটন করিও না। শিষ্যগণ তথাস্তু বলিয়া গঙ্গায় গমন করিতে লাগিল। ওদিকে এক রাজপুত্র জলযানে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, হঠাৎ ঐ সিন্ধুক দেখিতে পাইয়া ভৃত্য দ্বারা আনয়ন করত তাহার কবাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে হৃদয়োন্মাদ কারিণী কন্যাকে পাইয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং সিন্ধুক মধ্যে এক প্রকাণ্ড দুর্দ্দান্ত বানর প্রবিষ্ট করিয়া পূর্ব্ববৎ তাহার উপর প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। সিন্ধুক ক্রমশ কিয়দ্দূর ভাসিয়া যায় এমত সময়ে প্রব্রাজকের শিষ্যগণ আসিয়া তাহা জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক লইয়া গিয়া প্রব্রাজকের নিকট উপস্থিত করিল। প্রব্রাজক দেখিয়া, হৃষ্ট চিত্তে তাহাদিগকে কহিলেন, আমি এই সিন্ধুক

লইয়া অদ্য রাত্রে কোন প্রকার মন্ত্র সাধন করিব, তোমরা তৎকালে নিস্তব্ধ থাকিবে, কোন প্রকার শব্দ হইলেও কথা কহিও না। ইহা বলিয়া প্রব্রাজক বণিক্ কন্যাভিলাষে সিন্দুকটী মঠের উপরিভাগে লইয়া গেলেন এবং রাত্রিকালে তাহার কবাট উদ্ঘাটন করিবামাত্র তাহা হইতে ভীষণ মূর্ত্তি বানর বহির্গত হইয়া ক্রোধে লম্ফ দিয়া প্রব্রাজকের মস্তকে আরোহণ পূর্ব্বক দন্ত দ্বারা তাহার নাসিকা ও নখ দ্বারা কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। প্রব্রাজক যন্ত্রণায় কত প্রকারে চীৎকার করিলেন, কিন্তু শিষ্যগণ শুনিতে পাইয়াও নিষেধ স্মরণ করিয়া উত্তরও করিল না। প্রাতঃকালে শিষ্যগণ প্রব্রাজকের অবস্থা দেখিয়া অবিকল সমস্ত অনুভব করিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বণিক পরম্পরায় সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া হর্ষ চিত্তে রাজার বাটীতে গিয়া শুভ লগ্নে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রব্রাজকের কর্ম্ম ফল অনুভব করিয়া সকল লোকেই তাহাকে ঘৃণা করাতে তিনি তদ্দেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ইহা বলিয়া রুমণ্বান্ পুনর্ব্বার কহিলেন, যদি ঐ রূপ আমাদিগের ছল অসিদ্ধ হয় তাহা হইলে আমরাও ঐ প্রব্রাজকের ন্যায় হাস্যাস্পদ হইব। কেন না বাসবদত্তার সহিত রাজার বিরহ বহু দোষাবহ হইবে। ইহা

শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন, অন্য কোন প্রকার উদ্যোগ করিলে তাহা সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং অনুদ্যোগে রাজা এরূপ ব্যসনী থাকিলে নিশ্চয় রাজ্যে বিশৃঙ্খল ঘটিবে, আমাদিগের মন্ত্রিত্ব পদেরও অন্যথা হইবে, এবং রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার ব্যভিচার উপস্থিত হইবে। প্রমাদশঙ্কিহৃদয় রুমণ্বান্ কহিলেন, অতি বিবেচক পুরুষও অভীষ্ট স্ত্রীবিয়োগ দুঃখে বাধিত হইয়া থাকে, অতএব তদ্বিষয়ে বৎসরাজের কথা আর কি কহিব, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক উপাখ্যান শ্রবণ কর।

উন্মাদিনীর অপ্রাপ্তি জন্য শোকে রাজা দেবসেনের মৃত্যু।

পূর্ব্বকালে দেবসেন নামে অতি বুদ্ধিশালী এক রাজা ছিলেন। আবন্তি নামক পুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। ঐ রাজধানী মধ্যে মহাধন সম্পন্ন এক বণিক্ বাস করিতেন। তাঁহার অসমরূপসী এক কন্যা ছিল। তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে লোকে উন্মত্ত হইত বলিয়া তিনি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন উন্মাদিনী। উন্মাদিনীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে বণিক্ চিন্তা করিলেন, রাজা দেবসেনের নিকট নিবেদন না করিয়া ইহার পাত্র স্থির করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহা হইলে পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েন। অনন্তর বণিক্ রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমার এক কন্যারত্ন আছে, আপনার উপযুক্ত হয় তো আপনি গ্রহণ করুন। রাজা বণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎসুক

চিত্তে কয়েক জন ব্রাহ্মণকে কন্যার লক্ষণ পরীক্ষার্থ বণিকের গৃহে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তথায় উপস্থিত হইয়া বণিক্ সুতার রূপ লাবণ্য অবলোকন করতঃ বিবেচনা করিলেন, আহা! উন্মাদিনীর যে প্রকার রূপ দেখিতেছি, বোধ হয়, রাজা ইহাকে বিবাহ করিলে ইহার প্রতি আসক্ত হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, সুতরাং রাজ্যের প্রতি আর মনঃ-সংযোগ থাকিবেনা, তাহাতে সমুদায় রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। অতএব ইহাকে যে প্রকার দেখিলাম তাহার বিপরীত কথা রাজার নিকট ব্যক্ত করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া বিপ্রগণ রাজার নিকট গিয়া কহিলেন, মহারাজ! সে কন্যা অতিশয় কুলক্ষণা, সে মহারাজের উপযুক্ত নহে। তখন রাজা তাহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে বণিক্ অপমানিত হইয়া তাঁহার সেনা পতিকে সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কিয়ংকাল পরে উন্মাদিনী সেনাপতির গৃহে গিয়া কাল যাপন করিতে করিতে এক দিবস হর্ম্ম্যের উপরিভাগে দণ্ডায়মান আছে, এমত সময়ে সেই স্থান দিয়া রাজাকে যাইতে দেখিয়া উন্মাদিনী স্বীয় রূপ রাজার নয়ন গোচর করা-ইবার জন্য কোন কার্য্য ছলে তথায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে দৈবাৎ রাজার চক্ষু সেই দিকে পতিত হইবামাত্র রাজা জগন্মোহনৌষধ স্বরূপ তাহার রূপ দেখিয়া উন্মত্ত প্রায় হইলেন, এবং স্বীয় ভবনে

উপস্থিত হইয়া, তাহার প্রতি পূর্ব্বকৃত অবজ্ঞা স্মরণ করত অত্যন্ত মনোদুঃখে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। তখন সেনাপতি সেই সকল বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্য, সুতরাং উন্মাদিনীও মহারাজের দাসী, অতএব যদি আজ্ঞা হয়, তবে আমি তাহাকে আনিয়া প্রদান করি, আপনি গ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন, আমি পরস্ত্রী গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহি, এবং তাহা ধর্ম্মও নহে, আর তুমি যদি তাহাকে দানার্থ, আনয়ন কর তাহা হইলে দণ্ডভাগী হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া সেনাপতি নিরুত্তর হইলেন, কিন্তু রাজাও সেই দুস্ত্যজ স্মরবেদনায় ক্রমশ জীর্ণ হইয়া কিছুকাল পরে সেই উপলক্ষেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে অতি বুদ্ধিশালী রাজা দেবসেন উন্মাদিনী শোকে প্রাণ ত্যাগ করেন, অতএব বাসবদত্তা ব্যতীত বৎস রাজ যে জীবিত থাকিবেন, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। রুমণ্বানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ পুনর্ব্বার কহিলেন, কার্য্যদর্শী রাজারা শোক সহ্য করিতেও সমর্থ হয়েন, রাবণবধার্থ নিয়োজিত রামচন্দ্র সীতাদেবীর বিরহ ব্যথা যে সহ্য করিয়া ছিলেন, তাহা কি তুমি শ্রবণ কর নাই? ইহা শুনিয়া রুমণ্বান্ পুনর্ব্বার কহিলেন, রামচন্দ্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, তাঁহার অন্তঃকরণ সমুদায়ই সহ্য করিতে সমর্থ, কিন্তু সামান্য মনুষ্যের মন তদ্রূপ নহে। তদ্বিষয়ে এক উপাখ্যান শ্রবণ কর।

পরস্পরের শোকে পরস্পরের মৃত্যুর উদাহরণ।

মথুরা নামে বহু রত্ন সম্পন্না এক নগরী আছে। ইন্দ্রক নামে এক বণিক্ তথায় বাস করিতেন। তাঁহার ভার্য্যা অতি প্রিয় বাদিনী এবং পতিব্রতা ছিলেন। একদা ইন্দ্রক কোন কার্য্য বশত দ্বীপান্তরে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার ভার্য্যা প্রিয় বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার সহিত গমনের অভিলাষ করিলেন। কিন্তু বণিক্ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য কোন প্রকারে স্বীকার করিল না। যাত্রার দিবস বণিক মঙ্গলাচরণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলে তাঁহার পত্নী সাস্রু নয়নে পুর দ্বারের কবাট আশ্রয় করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। যত ক্ষণ বণিক্ দৃষ্টিপথে থাকিল, ততক্ষণ এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করত পরে শোকে আর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ওদিকে বণিকেরও মনে উদ্বেগ উপস্থিত হওয়াতে ক্ষণকাল পরে সে প্রত্যাবর্ত্তন করত দ্বারদেশে কান্তাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোড়ে উত্তোলন করত নিরীক্ষণ করিতে করিতে শোকে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে পরস্পরের বিরহে দম্পতী বিনষ্ট হইল, অতএব আমাদিগের রাজারও পাছে সেই ভাব উপস্থিত হয়। বদ্ধাশঙ্ক রুমণ্বান্ ইহা বলিয়া বিরত হইলে ধীমান্ যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন, এবিষয়ে শেষে যাহা হইবে আমি তাহা সমুদায় নিশ্চয় করিয়াছি,

রাজাদিগের কার্য্য এই রূপই হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে এক উদাহরণ শ্রবণ কর।

পুণ্যসেন রাজার অযথার্থ মৃত্যু সংবাদ প্রচার দ্বারা কৌশলে শত্রু বিনাশপূর্ব্বক রাজ্য প্রাপ্তি।

পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনী নগরে পুণ্যসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা এক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন। তখন পুণ্যসেনের মন্ত্রিগণ স্বীয় রাজাকে অজেয় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া মন্ত্রণা করত রাজ্য মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে রাজা পুণ্যসেন এক অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কিয়ৎ দিবস পরে প্রচার করিলেন রাজার মৃত্যু হইয়াছে। পুণ্যসেনের মৃত্যু সমাচার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে তাঁহাকে গোপনে রাখিয়া অন্য একটী শব আনাইয়া রাজ যোগ্য বিধানে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া দূত দ্বারা সেই প্রবল শত্রু রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে আমাদিগের রাজ্য এক্ষণে অরাজক হইয়াছে অতএব আপনি আমাদিগের রাজা হইয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করুন। পরে সেই শত্রু রাজা দূত মুখে এই সমাচার শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে একাকী তথায় আগমন করিবামাত্র তাহাকে বধ করিয়া তাহার সৈন্য সামন্ত ও রাজ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যসেন মহাবল সম্পন্ন চক্রবর্ত্তী হইয়া রাজ্য পালন করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার ন্যায় আমাদিগেরও কার্য্য সিদ্ধি হইবে, দেবীদাহ প্রবাদ প্রচার করিয়া আমরা কার্য্য সিদ্ধি করিব।

গোঁপালকের সহিত মন্ত্রণা ও রাজা এবং রাজ্ঞীকে লাবাণকে লইয়া যাইবার পরামর্শ।

নিশ্চিতমতি যৌগন্ধরায়ণের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া রুমণ্বান্ কহিলেন, যদি ইহাই কর্ত্তব্য হয়, তবে দেবীর ভ্রাতা গোপালককে আনাইয়া তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া এ বিষয় সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। যৌগন্ধরায়ণ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং রুমণ্বানও তাঁহার কথায় প্রত্যয় করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন। পরে এক দিবস উভয়ে একত্র হইয়া গোপালককে আনায়নার্থ উজ্জয়িনী নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত উজ্জয়িনী নগরে উত্তীর্ণ হইয়া আহ্বান বার্ত্তা কহিবামাত্র গোপালক কোন উৎসব সম্পাদনার্থ আহ্বান মনে করিয়া দূত সমভিব্যাহারে কৌশাম্বী নগরে বৎসরাজোদ্দেশে যাত্রা করিলেন, কিয়ৎদিবস পরে গোপালক বৎসরাজের রাজধানীতে উপস্থিত হইলে যৌগন্ধরায়ণ অগ্রবর্ত্তি হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করত রুমণ্বানের সহিত এক নির্জ্জন গৃহে উপবেসন করাইয়া পূর্ব্বে রুমণ্বানের সহিত যে সকল মন্ত্রণা করিয়া ছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ গোপালককে অবগত করিলেন। গোপালক শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা সকলই বিহিত বটে, কিন্তু দেবী দগ্ধ হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া যদি রাজা প্রাণত্যাগ করেন তখন তাঁহার রক্ষার উপায় কি? তাহা চিন্তা করুন। কেন না সকল সদুপায়

সম্ভব থাকিলেও মন্ত্রণার মুখ্য অঙ্গ যে মরণ-প্রতিক্রিয়া তদ্বিষয়ে কোন ব্যাঘাত না জন্মে। যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন, তদ্বিষয়ে যাহা যাহা আলোচনা করিতে হয় তাহার সমস্তই আলোচিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে আর চিন্তা নাই, যেহেতু দেবী আপনার কনিষ্ঠ সহোদরা এবং আপনার প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা, অতএব রাজার নিকট তাঁহার অগ্নিদাহ বার্ত্তা প্রকাশিত হইবার সময়ে আপনাকে অল্প শোকাপন্ন দেখিলে অবশ্যই বৎসেশ্বর মনে করিবেন যে যখন গোপালক শোকে ব্যাকুলিত হয়েন নাই, তখন বোধ হয় দেবী জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারেন এমন আশয় আছে। অতএব তখন উত্তমা কন্যা পদ্মাবতীকে দেখিয়া বিবাহ করিবেন, এবং আমরাও কার্য্য সিদ্ধি বুঝিয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে দেবী প্রদান করিব। গোপালক ও রুমণ্বানের সহিত এই মন্ত্রণা স্থির করিয়া যৌগন্ধরায়ণ পুনর্ব্বার কহিলেন, এবিষয়ে আর এক যুক্তি আছে। কোন কৌশলে রাজা ও দেবীকে লইয়া গিয়া কিয়দ্দিবস লাবাণকে বাস করিতে হইবে। লাবাণক স্থান মগধ রাজধানীর অতি নিকটবর্ত্তী। তথায় অতি উৎকৃষ্ট আখেট ভূমি আছে। তথায় গিয়া রাজা অবশ্যই প্রত্যহ মৃগয়ার্থ বন ভ্রমণে গমন করিবেন। রাজা মৃগয়ায় গমন করিলে অনায়াসে আমরা অন্তঃপুরে অগ্নি সংযোগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিব এবং মগধরাজের কন্যা পদ্মাবতীর গৃহে গোপনে দেবীকে সংস্থা-

পন করিতে পারিব, ইহাতে পদ্মাবতীও এক প্রকার দেবীর চরিত্রের সাক্ষী স্বরূপ হইবেন।

রাজার নিকট নারদের আগমন।

এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে তিন জনে একত্র হইয়া রাজপুরী প্রবেশ করিলেন এবং রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া রুমণ্বান্ নিবেদন করিলেন, মহা-রাজ! অনেক দিবস আমাদিগের লাবাণকে গমন করা হয় নাই। সে অতি রম্যস্থান, তথায় অতি সুন্দর আখেট ভূমি আছে, যদিও লাবাণক মহারাজের অধিকারস্থ, তথাপি মগধেশ্বরের অতি নিকটস্থ-প্রযুক্ত তথাকার শোভা তিনিই উপভোগ করেন। অতএব তত্রস্থ শোভা-দর্শন ও আত্মবিনোদার্থ আপনার একণে কিছু কালের নিমিত্তে তথায় যাওয়া কর্ত্তব্য। ইহা শ্রবণ করিয়া বৎসে-শ্বর তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক শুভক্ষণ স্থির করিয়া ক্রীড়া লালসায় বাসবদত্তার সহিত লাবাণকে গমনোদ্যত হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ নারদ মুনি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৎসেশ্বরের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। রাজা বৎসেশ্বর অকস্মাৎ সমাগত নারদকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে মহাসমাদরের সহিত তাঁহার পাদপদ্মে পূজা করত দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মুনিও পূজোপহার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীত হইয়া প্রণত রাজার গলদেশে পারিজাতময়ী মালা প্রদান করত উপবেশন করিলেন, এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, মহারাজ! এই বাসবদত্তার

গর্ভে কামদেবাংশ সম্ভূত আপনার বিদ্যাধরাধিপতি এক পুত্র জন্মিবে। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তখন নারদ যৌগন্ধরায়ণের সমক্ষে বাসবদত্তার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার সহধর্ম্মিণী বাসবদত্তাকে দেখিয়া আমার এক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণারূঢ় হইল। আপনার প্রপিতামহেরা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ সহোদর। এক দ্রৌপদী সেই পঞ্চ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সেই দ্রৌপদীর অবয়বের সহিত এই বাসবদত্তার রূপের কোন অংশে প্রভেদ বোধ হয় না, অতএব ইহাঁকে দেখিয়া আমার দ্রৌপদীর কথা স্মরণ হইল, শ্রবণ করুন। আমি সেই পঞ্চ সহোদরের এক সহধর্ম্মিণী দেখিয়া দোষ আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে কহিলাম, এক পত্নী অনেকের ভোগ্যা হইলে তাহাতে বৈর ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, অতএব তোমরা সর্ব্বদা সেই বৈর ত্যাগ করিয়া সাবধানে চলিবে, ঐ রূপ বৈর ভাবই আপদের মূল। অতএব তোমাদিগের নিকটে এ বিষয়ের উদাহর স্বরূপ এক উপাখ্যান বর্ণন করি, শ্রবণ কর।

ভ্রাতৃবিবাদ সর্ব্বনাশের মূল।

পূর্ব্বকালে কৈলাস পর্ব্বতের উদ্যানে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই অসুর ছিলেন। তাহারা দুই সহোদর। দুই জনেই এমত মহাবল-পরাক্রান্ত ছিলেন, যে ত্রিলোকের মধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে জয় করিতে পারিত না।

তাহারা বল মদে মত্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তর অনিষ্ট ক-রিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে বিশ্বকর্ম্মা তাহাদিগের বিনাশার্থ তিলোত্তমা নামে এক দিব্য নারী নির্ম্মাণ করিলেন। তিলোত্তমার এমন রূপ নির্ম্মিত হইল যে, প্রদক্ষিণ কালে তাহার চতুর্দ্দিক দর্শ-নার্থ ব্রহ্মা স্বয়ং চতুর্ম্মুখ হইয়াও তৃপ্ত হইলেন না। পরে ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমা কৈলাস পর্ব্বতোদ্যা-নবর্ত্তী সুন্দ ও উপসুন্দের প্রলোভ জন্মাইবার জন্য তাহাদিগের উভয়ের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। তিলোত্তমা সুন্দরীকে দেখিবামাত্র মোহিত হইয়া সুন্দ ও উপসুন্দ উভয়েই উভয়ের হস্ত ধারণ করত পরস্প-রকে পরস্পর বাধাদিতে লাগিল। এক বণিতাকে উভয়ে প্রার্থনা করিয়া পরস্পর মহা যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং সেই যুদ্ধে ঘোরতর প্রহার দ্বারা উভয়েরই প্রাণ বিয়োগ হইল। এইরূপ স্ত্রী ঘটিত বিবাদই প্রায় অনেকের আপদের কারণ হয়। সেইরূপ একা দ্রৌপদীও তো-মাদিগের পঞ্চভ্রাতার প্রিয়তমা, অতএব তোমরা সর্ব্বদা সাবধানে বৈর রক্ষা করিবে, এ বিষয়ে আমি তোমাদি-গের প্রতি এক নিয়ম সংস্থাপন করি, তোমরা তদনুসারে চলিলে আর বিবাদের কোন সম্ভাবনা থাকিবেনা। যখন ইনি জ্যেষ্ঠের নিকটে যাইবেন তখন কণিষ্ঠ ইহাঁকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবেন, এবং কণিষ্ঠের নিকটে থাকিলে জ্যেষ্ঠ ইহাঁকে পুত্রবধূ তুল্য বোধ করিবেন।

রাজার প্রতি নারদের উপদেশ।

মহারাজ! আপনার প্রপিতামহেরা আমার এই বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া তদনুসারে ব্যবহার করাতে কল্যাণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার সুহৃৎ ছিলেন, সেই জন্যই আমি তোমার প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক তোমাকে দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। অতএব মহারাজ! আমি তোমাকে যাহা বলি, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে সুখী হইবে। তাঁহারা যেমন আমার বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তুমিও সেই রূপ এই মন্ত্রি শ্রেষ্ঠ যৌগন্ধরায়ণের বাক্য রক্ষা করিলেই সুখী হইবে এবং অচির কালেই মহতী সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। সম্প্রতি কিয়ৎ-কাল তোমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু অচিরেই তাহার অন্ত হইবে, অতএব তুমি তাহাতে অতিশয় মুগ্ধ হইও না। নারদ বৎসেশ্বরকে ইহা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ নারদ বাক্যে স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ের সিদ্ধি সম্ভাবনা বুঝিয়া তৎসম্পাদনার্থ বহুতর যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

গোপনে বাসবদত্তা প্রভৃতির মগধেশ্বরের গৃহে গমন।

১৬। অনন্তর যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা বাসবদত্তার সহিত বৎসরাজকে লইয়া সমা-রোহ পূর্ব্বক লাবাণকে যাত্রা করিলেন। কিছু দিন পরে সৈন্য সামন্ত ও মন্ত্রিগণ সহিত রাজা ও রাজ্ঞী লাবাণকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৎসরাজের সমারোহ পূর্ব্বক

আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিবাদ ভয়াশঙ্কী মগধেশ্বর সন্দিহান হইয়া যৌগন্ধরায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। যৌগন্ধরায়ণ সেই দূত দ্বারা মগধেশ্বরকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বৎসেশ্বরের মৃগয়াবিহার বার্ত্তা অবগত করিলে মগধেশ্বর নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে লাগিলেন, বৎসেশ্বরও লাবাণকে অবস্থিতি করত প্রতি দিন মৃগয়া বিহারে সুখ ভোগ করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক দিবস রাজা মৃগয়ায় গমন করিলে যৌগন্ধরায়ণ স্বীয় কার্য্য সিদ্ধির অবসর পাইয়া গোপালক, রুমণ্বান ও বসন্তকের সহিত একত্রিত হইয়া নির্জ্জনে দেবী বাসবদত্তার নিকট গমন করিলেন এবং গোপালক তাঁহাকে প্রথমত বহুবিধ প্রবোধ বাক্য দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিয়া পরে রাজকার্য্যের সাহায্য প্রার্থনায় মন্ত্রণার কার্য্য সকল তাঁহাকে অবগত করিলেন। সেই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তা যদিও স্বীয় বিরহ ক্লেশ সম্ভাবনায় কিঞ্চিৎ অসম্মত হইলেন, কিন্তু পর ক্ষণেই রাজ্যের শুভ বিবেচনায় তাহা স্বীকার সারিলেন। পতিব্রতা কুলাঙ্গনারা পতির মঙ্গলোদ্দেশে ককলই সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন। এই রূপে দেবী স্বীকৃত হইলে যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে এক ব্রাহ্মণ কন্যা বেশ ধারণ করাইলেন ও বসন্তককে এক অন্ধ ব্রাহ্মণাকারে পরিণত করিলেন এবং আপনিও এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হইলেন। এইরূপে স্বীয় স্বীয় বেশভূষাদি পরিবর্ত্তিত করিয়া

তাঁহারা একত্রিত হইয়া মগধাধিপতির আলয়ে গমন করিলেন। বাসবদত্তা স্বীয় গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অন্তঃকরণে বৎসেশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাদিগের সহিত পথে গমন করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতীর নিকটে বসন্তক ও বাসবদত্তাকে রাখিয়া যৌগন্ধরায়ণের লাবাণকে পুনর্গমন।

ও দিকে রুমণ্বান্ তাঁহার শয়ন গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন অগ্নি বিলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন হাহাকার শব্দ করতঃ বসন্তকের সহিত গৃহদাহে দেবী দগ্ধ হইয়াছেন এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। পৌর জন সকল সত্বর আগমন পূর্ব্বক গৃহদাহ দেখিয়া এবং বসন্তকের সহিত দেবীর দাহ বার্ত্তা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে গৃহ দগ্ধ করিয়া অগ্নি শমতা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু পৌরজনের ক্রন্দন ধ্বনি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। এ দিকে যৌগন্ধরায়ণ, বসন্তক ও দেবীর সহিত গমন করিতে করিতে ক্রমশ গিয়া মগধেশ্বরের পুরীতে উপস্থিত হইলেন। তখন পদ্মাবতী উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাঁহারা উদ্যান দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার-রক্ষি কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া গিয়া পদ্মাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতী, সম্মুখাগত ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখিয়া কিয়ৎকাল এক দৃষ্টে তাঁহার রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে বৃদ্ধ ও অন্ধ ব্রাহ্মণদ্বয়কে তাঁ-

হার সমভিব্যাহারে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, একি, বোধ হয় স্বর্গ হইতে দেবতারা বুঝি আমাকে ছলনা করিবার নিমিত্তে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন, অথবা কোন গন্ধর্ব্ব কন্যা আমার এই পুষ্পোদ্যানের শোভা সন্দর্শনার্থ অভিভাবক দ্বয়ের সহিত আগমন করিয়াছেন। এইরূপ বিতর্ক করতঃ যথার্থত কিছুই নির্দ্ধারিত করিতে না পারিয় বিবেচনা করিলেন যে, ইহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াই দেখি, তাহা হইলে ইহাঁ দিগের পরিচয় জানিতে পারিব। ইহা ভাবিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়! আমি রাজকন্যা পদ্মাবতী, প্রণাম করিতেছি আশীর্ব্বাদ করুন, আর এই কন্যাটী আপনার কে? এবং আপনারা কিজন্যইবা এখানে আগমন করিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপধারী যৌগন্ধরায়ণ আশীর্ব্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, রাজকন্যে! ইনি আমার কন্যা, ইহাঁর নাম আবন্তিকা। ইহাঁর স্বামী বিবেকী হইয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ করত অনুদ্দিষ্ট হইয়া গমন করিয়াছেন, অতএব আমি ইহাঁকে তোমার নিকট রাখিয়া তাঁহার উদ্দেশার্থ যাত্রা করিবার মানসে এখানে আসিয়াছি। অতএব হে যশস্বিনি! যদি আপনার অনুমতি হয় তবে যত দিন আমি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আনিতে না পারি তত দিন ইনি এবং ইহাঁর ভ্রাতা এই অন্ধ ব্রাহ্মণকে আপনি রক্ষা করুন। ইনি অতি বালিকা,

একাকিনী থাকিতে পারিবেন না বলিয়া আমি এই অন্ধ পুত্রকেও ইহার সমভিব্যাহারে রক্ষা করিতে প্রার্থনা করি। ইহা বলিবামাত্র রাজতনয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। পরে যৌগন্ধরায়ণ উভয়কে তথায় রাখিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া লাবাণকে পুনঃ প্রস্থান করিলেন।

পদ্মাবতীর নিকট বাসবদত্তার সুখে অবস্থান।

পরে পদ্মাবতী অন্ধ ভ্রাতৃ সহিত আবন্তিকাকে লইয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় তাঁহাদিগকে বহু সৎকার পূর্ব্বক সযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর শয়ন গৃহের ভিত্তি সকল নানা প্রকার চিত্রে বিচিত্রিত ছিল। বাসবদত্তা সর্ব্বদা মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহাই দর্শন করেন, দেখিতে দেখিতে তাহাতে রাম সীতার মুর্ত্তি চিত্রিত দেখিয়া রামের চরিত্র ও সীতার তদ্বিয়োগে বনবাসাদি স্মরণ করত চিত্তে প্রবোধ প্রদান করিয়া বিরহ জনিত ব্যথা সহ্য করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী তাঁহার আকৃতি, সুকুমার স্বভাব, শয়নোপবেসনাদির সৌষ্ঠব এবং উৎপল সুগন্ধি শরীর সৌরভ প্রভৃতি উপলব্ধি করত তাঁহাকে প্রধান কন্যা নিশ্চয় করিয়া স্ব সদৃশ উপচার প্রদান দ্বারা পালন করিতে লাগিলেন। যেমন বিরাট রাজ ভবনে দ্রৌপদী প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, বাসবদত্তাও সেই রূপে ছদ্মবেশে পদ্মাবতীর

গৃহে পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বাসবদত্তা বৎসরাজের নিকটে অতি উৎকৃষ্ট পদ্মমালা ও তিলক রচনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক দিবস প্রসঙ্গ ক্রমে বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে পদ্মমালা ও তিলকাদি দ্বারা বেশভূষা রচনা করিয়া দিয়াছেন এবং পদ্মাবতীও কোন কার্য্য বশত সেই বেশ ভূষা সহিত তাঁহার মাতার নিকট গমন করিয়াছেন। মাতা পদ্মাবতীর অতি উৎকৃষ্ট নূতন বেশভূষা দেখিয়া নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করাতে পদ্মাবতী কহিলেন, মাতঃ! কিয়ৎ দিবস হইল আবন্তিকা নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা আমার গৃহে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আমার এই বেশ ভূষা রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া মাতা উত্তর করিলেন, পুত্রি! সে কখন মানব কন্যা নহে, বোধ হয় দেব কন্যা হইবে। এতাদৃশ বিজ্ঞান রচনা কখনই মনুষ্যের সম্ভব হইতে পারে না। দেবতা ও মুনিগণ কখন কখন বঞ্চনার্থ সাধুদিগের গৃহে আগমন করিয়া অবস্থিতি করেন, হে পুত্রি! তদ্বিষয়ে এক উপাখ্যান শ্রবণ কর।

কুন্তি ভোজ রাজার কন্যা, কুন্তীকে ছলনার্থ দুর্ব্বাসার গমন বৃত্তান্ত উদাহরণ।

পূর্ব্বকালে কুন্তি ভোজ নামে এক রাজা ছিলেন। একদা দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহাকে বঞ্চনার্থ তাঁহার গৃহে আসিয়া অতিথি হয়েন। ঋষি আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র রাজা মহা সমাদর পূর্ব্বক পাদ্যাদি প্রদান করতঃ

তাঁহার পরিচর্য্যার্থ নিজ সুতা কুন্তীকে নিযুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, তুমি অতি যত্নপূর্ব্বক মুনির পরিচর্য্যা-সম্পাদন করিবে, কোন প্রকারে যেন কিছুমাত্র ক্রটি না হয়। ইহা কহিবামাত্র কুন্তী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, তখন ঋষি কহিলেন, আমার পায়স ভোজনার্থ অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে, অতএব আমি স্নান ক-রিয়া আসি, তুমি সত্বর পায়স পাক করিয়া প্রস্তুত কর। ইহা কহিয়া মুনি স্নানার্থ গমন করিলে কুন্তী পায়স পাক করিয়া অবতারিত করিয়াছেন এমত সময়ে ঋষি স্নান করিয়া পুনরাগমন করিলেন এবং কহিলেন আমি গত দিবস উপবাসী ছিলাম, তজ্জন্য আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, অতএব সত্বর আমাকে পায়স প্রদান কর। ইহা বলিবামাত্র কুন্তী তাঁহার ভোজন স্থান প্রস্তুত করিয়া এক খানি স্বর্ণ পাত্রে করিয়া ঐ উষ্ণ পায়স আনিয়া দিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, মুনি উপবেশন করিয়া পায়সে হস্ত প্রদান করত স্বর্ণপাত্র পর্য্যন্ত তাহার উষ্ণতায় অগ্নি বৎ দেখিয়া কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া "তুমি আমার সহিত পরিহাস কর" বলিয়া সেই পাত্র খানি তাহার হস্তোপরি প্রদান করিলেন। পাছে মুনি অভিসম্পাত করেন, ইহা ভাবিয়া তিনি সেই উষ্ণ পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া রহি-লেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল। পরে মুনি তাহা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং কুন্তীর ভক্তি ও অবিকৃত ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে তাহাকে বর

প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কুন্তী উত্তপ্তপাত্র হস্তে করতঃ দহ্যমান হইয়া যদি তাঁহার প্রতি কোন প্রকারে বিরক্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না। এইরূপে কুন্তি ভোজ রাজার গৃহে ছলনার্থ সমাগত দুর্ব্বাসা ঋষির ন্যায় তোমার গৃহে আবস্তিকা রূপে কোন দেবকন্যা আগমন করিয়া থাকিবেন, অতএব সাবধানে তাঁহার আরাধনা করিবে। দেখিও যেন কোন প্রকারে ত্রুটি না হয়। এই রূপ মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া পদ্মাবতী তদবধি বাসবদত্তাকে আরও বহুবিধ উপচারে সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসবদত্তা নিজনাথ বিয়োগে নিশীথস্থ পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান বদনে অবস্থিতি করিয়াও বসন্তকের বিকৃত মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যখন তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখনই বিস্ময়াপন্ন হইয়া হাস্য করিতে থাকেন। এইরূপে বসন্তকের সহিত দেবী পদ্মাবতীর গৃহে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

বৎসেশ্বরের বাসবদত্তা শোকে বিলাপ ও শোক নিবৃত্তি।

এ দিকে রাজা বৎসেশ্বর অতি দুরস্থ আখেট ভূমি হইতে সায়ংকালে লাবাণকে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অন্তঃপুরস্থ শয়ন গৃহ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, এবং পৌরজনের নিকট শ্রবণ করিলেন দেবী ও বসন্তক গৃহ দাহে দগ্ধ হইয়াছেন। ইহা শুনিবামাত্র রাজা শোকে

বিদীর্ণ প্রায় ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইলে হৃদয়ে শোকাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দেবী-দাহরূপ বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রাজা বিস্তর বিলাপ করত যখন অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া আত্মহত্যায় কৃত নিশ্চয় হইলেন, তখন দৈবাৎ তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তা করিলেন, নারদ ঋষি আমাকে কহিয়াছেন, যে বাসবদত্তার গর্ভে তোমার বিদ্যাধরাধিপতি এক পুত্র জন্মিবে, সে বাক্য কখনই মিথ্যা হইবেনা। আর তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে কিঞ্চিৎ কাল তোমার দুঃখ হইবে, কিন্তু অচিরেই সে দুঃখের অন্ত হইবে, তাহাও অযথার্থ হইবে না। আর দেবীর ভ্রাতা যে গোপালক, তাঁহাকেও অতিশয় শোকাপন্ন দেখিতেছি না এবং যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রি বর্গেরাও অতি শোকে মুহ্যমান নহেন, অতএব বোধ হইতেছে দেবী জীবিত হইবার অবশ্যই কোন আশা আছে, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে নারদ ঋষি বলিয়াছেন যে যেমন তোমার প্রপিতামহেরা আমার পরামর্শ শ্রবণ করিতেন, তুমিও সেইরূপ এই যৌগন্ধরায়ণের মন্ত্রণা শ্রবণ করিলে অচিরে সুখী হইবে, তাহাতে বোধ হয় মন্ত্রিরাই বা আমার কোন প্রকার হিতেচ্ছায় এই ব্যাপার করিয়া থাকিবেন। অতএব অবশ্যই অচির কাল মধ্যে আমার দেবীর সহিত সমাগম হইবে, তাহার সংশয় নাই। এই সকল বিষয়

আলোচনা করিয়া রাজা হৃদয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং মন্ত্রিগণও প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তখন গোপালক রাজার ধৈর্য্যাবলম্বনার্থ চার পুরুষ দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন যে মহারাজের কোন অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্তে মন্ত্রিগণ মন্ত্রণা করিয়া এই শোকজনক কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে মহারাজ নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন প্রকারে উদ্বিগ্ন হইবার বিষয় নাই, ত্বরায় মহারাজের শোক শান্তি হইবে। চার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু রাজ্যমধ্যে তাহা প্রকাশ পাইল না। পরে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ কার্য্য সিদ্ধির অবসর পাইয়া মগধেশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত মগধরাজের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে মগধরাজ আদ্যো-পান্ত শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তার বিয়োগে দুঃখার্ত্ত বৎসে-শ্বরকে স্মরণ করত তাঁহাকে পদ্মাবতী প্রদান বিষয়ে কৃত সঙ্কল্প হইলেন এবং সেই দূত দ্বারাই বৎসেশ্বরকে ও যৌগন্ধরায়ণকে বিস্তারিত রূপে এক পত্র পাঠাইলেন যে আপনারা বাসবদত্তার নিমিত্তে আর শোক করিবেন না আমি বাসবদত্তা তুল্য কন্যা পদ্মাবতী মহারাজ উদ য়নকে প্রদান করিব। দূত সেই পত্র আনিয়া যৌগন্ধ রায়ণের হস্তে প্রদান করিলে তিনি তাহা পাঠ করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে বৎসেশ্বরের নিকট গিয়া তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, মহারাজ

যদি পদ্মাবতীকে বিবাহ করিতে আপনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে দেবীর দাহ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া আপনাকে কৌতুকাবিষ্ট করি। ইহা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ পদ্মাবতীকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলে যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন, মহারাজ! এই কার্য্য সুসিদ্ধ করিবার জন্যই আমরা মন্ত্রণা করিয়া দেবীকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এই দাহ প্রবাদ ঘোষণা করিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন।

পদ্মাবতীর সহিত বৎসরাজের বিবাহের উদ্যোগ।

অনন্তর যৌগন্ধরায়ণ শুভ লগ্ন স্থির করিয়া মগধরাজের নিকট পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিলেন। দূত মগধেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! বৎসরাজ আপনার প্রার্থনা স্বীকার করিয়াছেন, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে শুভ লগ্ন স্থির করা হইয়াছে, অতএব পদ্মাবতী বিবাহার্থ বৎসরাজ সেই দিবস এখানে আগমন করিবেন। যাহাতে একর্ম্ম সম্পন্ন হয় এবং বৎসরাজ বাসবদত্তার শোক বিস্মৃত হন, ইহা করিতে আজ্ঞা হয়। অনন্তর রাজা মগধেশ্বর দুহিতৃ স্নেহে স্বীয় বিভবোচিত বিবাহ সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীও অভীষ্ট বরের সহিত বিবাহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু আবন্তিকা রূপধারিণী বাসবদত্তা পরম্পরায় ঐ বার্ত্তা কর্ণগোচর করিয়া মনোদুঃখে কাতরা হইলেন, অথচ কাহারও

নিকটে কিছু প্রকাশ করিলেন না, কেবল স্বয়ং তচ্চিন্তায় ক্রমশ বিবর্ণ হইতে লাগিলেন, এবং সময়ে সময়ে বসন্তক নির্জনে তাঁহাকে প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বসন্তকের বাক্য দ্বারা তিনি স্থির করিলেন যে বৎসরাজ কখন বাসবদত্তার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিবেন না। বসন্তকের উপদেশ বাক্য সকল সখীর ন্যায় হইয়া তাঁহার ধৈর্য্য বিধান করিতে লাগিল। অনন্তর বাসবদত্তা আসন্ন বিবাহ সংস্কার বিশিষ্টা পদ্মাবতীর অম্লান পদ্মমালা ও তিলকাদি দ্বারা বেশ ভূষা রচনা করিয়া দিলেন। পরে বিবাহ দিবস উপস্থিত হইলে বৎসেশ্বর মন্ত্রিবর্গ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে মগধেশ্বরের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদি উপস্থিত উদ্যোগে বাসবদত্তা লাভের আশা না থাকিত, তাহা হইলে বৎসরাজ এই পদ্মাবতী বিবাহ ব্যাপার মনেতেও স্পর্শ করিতেন না। তখন মগধেশ্বর বৎসরাজের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দে উন্মাতচিত্তে তাঁহার পুর প্রবেশার্থ গমন করিলেন। পরে মগধেশ্বরের সহিত একত্রিত হইয়া বৎসরাজ পৌরজনের মানস মন্দিরে মহোৎসাহ সংস্থাপন করত পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গবাক্ষদ্বার হইতে পৌরনারীগণ রতি বিরহিত কামদেবের ন্যায় দেবীবিরহী বৎসেশ্বরের ক্ষীণ দেহ অবলোকন করিয়া মোহে মুগ্ধ হইতে লাগিল। পরে পতিবত্নী নারীগণ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক

তাঁহাকে কৌতুকাগারে লইয়া গেল। রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া নারীগণের সহিত কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে এক এক বার কিয়দ্দূরে উপবিষ্টা পূর্ণেন্দুমণ্ডলাননা পদ্মাবতীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পদ্মাবতীর গলদেশস্থ অম্লান পঙ্কজ মালা ও তিলকাদি রচনা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

বিবাহানন্তর পদ্মাবতী প্রভৃতির সহিত বৎসরাজের পুনর্ব্বার লাবাণকে গমন।

অনন্তর বৎসরাজ বিবাহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যথাবিধানে কৃতকৌতুক মঙ্গলা পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে যখন কুশণ্ডিকাগ্নির ধূম রাজার চক্ষে লাগিয়া বাধা জন্মাইতে লাগিল, তখন যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গেরা মনে করিলেন, আহা! বাসবদত্তা প্রিয় মহারাজ পদ্মাবতীর রূপ দর্শন করিবেন না " অগ্নি বুঝি ইহা সাধনা করিতেছে" এবং যখন অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পদ্মাবতীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা মনে করিলেন, রাজার ঐ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বুঝি পদ্মাবতী কোপাকুল হইয়াছেন। এইরূপে বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া রাজা পদ্মাবতীর কর পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু ক্ষণকালের নিমিত্তেও হৃদয় হইতে বাসবদত্তাকে পরিত্যাগ করিলেন না। এইরূপে বিবাহ ক্রিয়া সমাপন হইলে মগধাধিপতি বৎসেশ্বরকে যৌতুক স্বরূপ নানাবিধ রত্ন প্রদান করিলেন। তখন মন্ত্রি শ্রেষ্ঠ

যৌগন্ধরায়ণ অগ্নি সাক্ষী করিয়া বৎসেশ্বরের প্রতি মগধা-ধিপতির চিরকালের নিমিত্তে অদ্রোহভাব প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। পরে উৎসব সমাপ্ত হইলে রাজা বৎসেশ্বর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলে, পাছে অন্তঃ-পুরস্থ বাসবদত্তাকে তিনি দেখিতে পায়েন, এই আশ-ঙ্কায় যৌগন্ধরায়ণ প্রকাশ ভয়ে মগধেশ্বরের নিকটে গিয়া কহিলেন, মহারাজ! প্রভু বৎসেশ্বর অদ্যই এস্থান হইতে লাবাণকে গমন করিবার মানস করিয়াছেন, অতএব মহারাজের কি অনুমতি হয়। মগধরাজ এতদ্বিষয়ে স্বীকৃত হইলে যৌগন্ধরায়ণ তাহা বৎসরাজকে জ্ঞাত করাতে তিনিও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর বৎ-সরাজ বধূ পদ্মাবতীকে লইয়া সৈন্য সামন্ত ও মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে লাবাণকে যাত্রা করিলেন। তখন পরি-বর্ত্তিত রূপিণী বাসবদত্তা বসন্তক সমভিব্যাহারে পদ্মা-বতী সহিত যাত্রা করিলেন। এইরূপে সকলে একত্রিত হইয়া গমন করিতে করিতে ক্রমশ গিয়া লাবাণকে উপ-স্থিত হইলেন। বৎসরাজ স্বীয় গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া অন্তঃকরণে বাসবদত্তাকে ধ্যান করিতে করিতে পদ্মাবতী সহিত যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাসবদত্তাও অবতীর্ণ হইয়া বসন্তকের সহিত গোপালকের গৃহে গিয়া প্রবেশ করত স্বীয় সহোদর গোপালককে দেখিয়া বাষ্পাকুল লোচনে তাঁহার সাক্ষা-তে বিস্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বৎসরাজের সহিত বাসবদত্তার পুনঃ সংমিলন।

অনন্তর রুমণ্বানের সহিত যৌগন্ধরায়ণ গোপালকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবীর সেই অবস্থা সন্দর্শন করত কাতর হইয়া সত্বর তথা হইতে অন্তঃপুরে পদ্মাবতীর নিকটে গমন পুর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আপনার সহিত আবন্তিকা নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা আগমন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা হইতে না পারিয়া রাজপুরীর বাহিরেই অবস্থান করিতেছেন, আজ্ঞা হয় ত নিকটে আনিয়া উপস্থিত করি। ইহা শ্রবণ করিয়া পদ্মাবতী বৎসেশ্বরের সমক্ষে যৌগন্ধরায়ণকে কহিলেন, আবন্তিকা আমার প্রিয় সহচরী, সুতরাং আমি যে স্থানে থাকিব তিনিও তথায় অবস্থিতি করিবেন, অতএব তুমি গিয়া বল, তিনি এখানে আগমন করুন। এই অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া রুমণ্বানের সহিত যৌগন্ধরায়ণ গমন করিলে রাজা বৎসেশ্বর নির্জ্জনে পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবি! তোমার এই মালা তিলক প্রভৃতি বেশ ভূষা কে রচনা করিয়া দিয়াছে, সত্য বল। পদ্মাবতী কহিলেন, মহারাজ! যে আবন্তিকার কথা শ্রবণ করিলেন, তিনি এক ব্রাহ্মণ কন্যা। একদা তাঁহার পিতা তাঁহাকে আমার নিকটে ন্যস্ত করিয়া রাখিয়া কার্য্যান্তরে গমন করেন, আমি তদবধি তাঁহাকে স্বসমান উপচার প্রদানে রক্ষা করিতেছি, তাঁহারই এই মহতী শিল্পরচনা। ইহা শ্রবণ করিয়া বৎসেশ্বর বিবেচনা করিলেন যে এ রূপ

তিলকাদি রচনা বাসবদত্তা ব্যতীত আর কেহই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব বোধ হয় যৌগন্ধরায়ণ যে আবন্তিকার আগমন বার্ত্তা পদ্মাবতীকে কহিয়া গেল, তিনি দেবী বাসবদত্তা হইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য ব্যপদেশে পদ্মাবতীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আবন্তিকার উদ্দেশে পুরীর বাহিরে আগমন করত জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলেন যে আবন্তিকা গোপালকের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন রাজা তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মন্ত্রিবর্গও গোপালকের সহিত দেবী বাসবদত্তাকে দেখিয়া চির বিরহানল-সন্তপ্ত দেবীর রূপ সন্দর্শন করত শোকে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং দেবীও অভিমানে নম্রবদনে রোরুদ্যমানা হওয়াতে যৌগন্ধরায়ণ উভয়কে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

দৈববাণী দ্বারা বাসবদত্তার চরিত্র শোধন।

ওদিকে পদ্মাবতী অকালে কোলাহল শ্রবণ করত উদ্বিগ্নচিত্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজা ও বাসবদত্তার এই সকল বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাদিগের সমূল অবস্থা প্রাপ্তিপূর্ব্বক মনোদুঃখে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। বাসবদত্তা বিলাপ করিয়া বারম্বার কহিতে লাগিলেন, আমার এই জীবনই কেবল বৎসেশ্বরের দুঃখের কারণ অতএব এ জীবন পরিত্যাগ করাই

শ্রেয়ঃ। এইরূপ বাসবদত্তার বিলাপ ও রাজা এবং পদ্মা-
বতীর আক্ষেপ উপলব্ধি করিয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,
এতদ্বিষয়ে আপনাদিগের কোন দোষ নাই, মহারাজের
সাম্রাজ্য রক্ষার্থ আমিই এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি,
অতএব তদ্বিষয়ে শোচনার কোন প্রয়োজন নাই। প্র-
বাসে অবস্থান কালে বাসবদত্তার চরিত্র বিষয়ে পদ্মা-
বতীই সাক্ষী আছেন। যৌগন্ধরায়ণের এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, মহারাজ! বাসবদত্তার শুদ্ধ
চরিত্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানার্থ আমাকে অগ্নি প্রবেশে
অনুমতি হইলে আমি তাহাও স্বীকার করিতে পারি।
তখন রাজা কহিলেন, আমার নিমিত্তেই তবে দেবীর
এত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, অতএব আমিই এবিষযে
অপরাধী, সুতরাং দেবীর শুদ্ধির নিমিত্তে আমিই অগ্নি
প্রবেশ করিব। বাসবদত্তা কহিলেন, এক ব্যক্তির চরি-
ত্রের শোধনার্থ অন্য ব্যক্তির অগ্নি প্রবেশ করা বিধেয়
নহে, অতএব মহারাজের হৃদয় শোধনার্থ নিশ্চয় আমিই
অগ্নিতে প্রবেশ করিব। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া
প্রধান মন্ত্রি বুদ্ধিমান্ যৌগন্ধরায়ণ পূর্ব্বমুখে আসনে
উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন
হে লোকপালগণ! মগধাধিপতির দুহিতা পদ্মাবতীর
সহিত বৎসরাজের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমি
মহারাজের যথার্থ হিত সাধন করিয়াছি কি না, এবং
দেবী বাসবদত্তা প্রকৃত শুদ্ধিমতী কি না, আপনারা স্বয়

পত্ত ব্যক্ত করুন, নতুবা আমি এই আসনে উপবেশন করিয়াই প্রাণ ত্যাগ করিব। ইহা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ তূষ্ণীভাবে অবস্থিতি করিবামাত্র আকাশ হইতে অশরীরা দিব্য বাণী উদ্ভূত হইল যে, মহারাজ! তুমি ধন্য, তোমার মন্ত্রি যৌগন্ধরায়ণ কোন রূপে দোষী নহেন, ইনি তোমার বিস্তর হিত সাধন করিয়াছেন, এবং তোমার মহিষী বাসবদত্তারও কোন দোষ নাই, ইহাঁর সাধু চরিত্রের উপমা পৃথিবী মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা বলিয়া আকাশ বাণী বিরতা হইলে তাঁহারা সকলেই ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। তখন রাজা যৌগন্ধরায়ণের আচরিত বিষয় সকলের প্রশংসা করত সমুদায় সাম্রাজ্য নিজ হস্তগত বলিয়া স্থির করিলেন, এবং মূর্ত্তিমতী রতি স্বরূপা উভয় মহিষী সহিত অনুদিন অনুরাগের সহিত সুখ ভোগ করত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা বৎসরাজ উদয়ন বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর সহিত নির্জ্জনে সুখোপবিষ্ট হইয়া স্বীয় বিরহ বৃত্তান্ত মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে বসন্তক, রুমণ্বান্ এবং যৌগন্ধরায়ণকে স্বীয় সমীপে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে আসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, আমার বাসবদত্তা বিরহ প্রসঙ্গে মনোমধ্যে এক রমণীয় উপাখ্যান উদিত হইয়াছে, অতএব আমি তাহা বর্ণন করি, তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

বৎসরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি সকলেই কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে ব্যগ্র হইয়া কহিল, মহারাজ! আমরা বোধ করিয়াছিলাম, আপনার এই বাসবদত্তা বিরহের দৃষ্টান্ত পৃথিবী মধ্যে পাওয়া দুষ্কর, তবে যদি আপনিই এতৎ সদৃশ কোন আখ্যান অবগত থাকেন, তাহা বর্ণন করুন। আপনি তদ্বিষয় যেমন কহিতে পারিবেন, এমন কহিতে আর অন্যে সমর্থ হইবেনা, অতএব আমরা অবহিত হইলাম, আপনি কহিতে আরম্ভ করুন। ইহা শুনিয়া বৎসরাজ উদয়ন কহিলেন শ্রবণ কর।

রাজা পুরূরবার উর্ব্বশী প্রাপ্তি।

পূর্ব্বকালে পরম বৈষ্ণব পুরূরবা নামে এক ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় স্বরূপ সম্পন্ন ছিলেন এবং পৃথিবীর স্থায় স্বর্গেরও সর্ব্বস্থানে অব্যাহত রূপে তাঁহার গমনাগমন ছিল। তিনি একদা স্বর্গে ইন্দ্রের নন্দন কাননে সুখে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত কালে উর্ব্বশী নামে অপ্সরা রম্ভা প্রভৃতি সখীগণ সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করত অনঙ্গ দেবের মোহনাস্ত্র স্বরূপ পুরূরবাকে দেখিয়া তৎকর্ত্তৃক হৃতচেতনা হইলেন, এবং পুরূরবাও উর্ব্বশীর রূপ লাবণ্য দর্শনে আসঙ্গ তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ সেই দিবস নারদ ঋষি ক্ষীর সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। ঋষি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র

সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ নারদকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! নন্দন কাননবর্ত্তি রাজা পুরুরবা আমার পরম ভক্ত, তিনি তথায় উর্ব্বশী কর্ত্তৃক হৃতচেতন হইয়া আসঙ্গলিপ্সায় অবস্থান করিতেছেন, অতএব তুমি তথায় গিয়া ইন্দ্রকে আমার বাক্যে অনুরোধ করিয়া রাজাকে উর্ব্বশী প্রদান করাও। নারদ এই রূপে নারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত তথা হইতে বিদায় হইলেন, এবং সত্বর নন্দন কাননে উপস্থিত হইয়া রাজা পুরুরবাকে কহিলেন, মহারাজ তোমার নিমিত্তে বিষ্ণু আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না। নারদ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করত পুরুরবাকে সঙ্গে লইয়া দেবরাজ সমীপে গমন করিলেন, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্র নারদকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে দেবর্ষি নারায়ণের আদেশ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং ইন্দ্রও অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক পুরুরবাকে উর্ব্বশী প্রদান করিলেন। তখন রাজা পুরুরবা, নারদ ও ইন্দ্রের পাদ বন্দনা করত তাঁহা দিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া উর্ব্বশীকে লইয়া ভূলোকে প্রস্থান করিলেন। রাজা উর্ব্বশী লইয়া গৃহে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র নগরীয় লোকে তদ্দর্শনে মহা আনন্দিত হইল এবং তিনিও সুখস্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন

করত উর্ব্বশী সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

তুম্বুরুর শাপে রাজা পুরূরবার উর্ব্বশী বিয়োগ ও পুনর্লাভ।

অনন্তর এক সময়ে দানবগণের সহিত দেবরাজের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে সাহায্যার্থ আহূত হইয়া পুরূরবা স্বর্গে গমন করেন। পুরূরবা ইন্দ্র সদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শত্রু মায়াধর নামক অসুরাধিপতিকে বধ করিলে পর তদুপলক্ষে স্বর্গে ইন্দ্রোৎসব আরম্ভ হইল। ঐ উৎসবে দেবতারা এবং দেব ঋষিরা একত্র উপবিষ্ট হইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হৃদয়ে সকলেই স্বীয় স্বীয় মানসিক কৌতূহল প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের বিনোদার্থ রম্ভা নামে অপ্সরা আসিয়া তৎসভায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। রম্ভার তৌর্য্যত্রিকাচার্য্য তুম্বুরুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। নৃত্য করিতে করিতে দৈবাৎ রম্ভার একবার লয় ভঙ্গ হওয়াতে রাজা পুরূরবা তাহা দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে রম্ভা কোপান্বিতা হইয়া পুরূরবাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি মনুষ্য, সুতরাং আপনি মর্ত্ত্য নৃত্যই বিলক্ষণ জানেন, দিব্য নৃত্য কখন দেখেন নাই, অতএব আপনার অজ্ঞাত বিষয়ে উপহাস করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা শুনিয়া পুরূরবা কহিলেন, রম্ভে! এত গর্ব্ব করিও না, তোমার গুরু এই তুম্বুরুও যাহা না

জানেন, আমি উর্ব্বশী সংসর্গে থাকাতে তাহার সমস্তই অবগত আছি। পুরুরবার এইরূপ প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া তুম্বুরু সভামধ্যে অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পুরুরবাকে অভিসম্পাত করিলেন, রাজন্! যে উর্ব্বশী সংসর্গে তোমার এত গর্ব্ব হইয়াছে, তাহার সহিত তোমার বিয়োগ হইবে। তখন ইন্দ্র এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া তুম্বুরুর ক্রোধ শান্তি জন্য বিস্তর উপাসনা করাতে তাঁহার অনুরোধে বাধ্য হইয়া তুম্বুরু কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলেই ইহাঁর শাপান্ত হইবে। এই রূপ শ্রবণ করিয়া পুরুরবা তথা হইতে বিদায় হইয়া স্বীয় গৃহে গমন পূর্ব্বক সমুদায় শাপ বৃত্তান্ত উর্ব্বশীকে অবগত করিলেন, উর্ব্বশীও তাহা শ্রবণ করিয়া শোকে অভিভূত হইলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস যায়, এক দিন অলক্ষিত রূপে গন্ধর্ব্বগণ আসিয়া অকস্মাৎ উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তখন রাজা পুরুরবা উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া শাপ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ওদিকে উর্ব্বশী গন্ধর্ব্ব নগরে উপস্থিত হইয়া রাজার বিয়োগে মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! এই গুরুতর বিচ্ছেদ শোকেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। প্রভাত প্রতীক্ষায় উন্মুখী চক্রবাকীর ন্যায় তিনি শাপান্ত রূপ আশা অব-

লম্বন করত প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন। রাজা পুরুরবা অনেক দিবস বহু কষ্ট সাধ্য তপস্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি সম্পাদন করিলে পর তাঁহার প্রসাদে গন্ধর্ব্বেরা উর্ব্বশীকে মোচন করিয়া দিলেন। অনন্তর রাজা শাপান্তে উর্ব্বশীকে লাভ করিয়া ভূতলবর্ত্তি দিব্য সুখ লাভে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

রাজার মুখ হইতে উর্ব্বশীর অনুরাগ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তা স্বীয় বিয়োগ বৃত্তান্ত স্মরণ করত লজ্জায় অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন. ইহা দেখিয়া যৌগন্ধরায়ণ মনে করিলেন, রাজার কথিত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া দেবীর অন্তঃকরণ অতিশয় তিরস্কৃত হইয়াছে। অতএব এই সময়ে ঐ উপাখ্যানের প্রত্যুত্তর স্বরূপ এক আখ্যান কহিতে পারিলে ইহাঁর অন্তঃকরণ সুস্থ হইবে, নতুবা দেবীর উৎকণ্ঠানিবারণের আর উপায় নাই। ইহা ভাবিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি এক পুরাবৃত্ত বর্ণন করি শ্রবণ করুন। বোধ হয় এই উপাখ্যান আপনারা কেহই কখন শ্রবণ করেন নাই, অতএব তাহা সকলেরই বিনোদজনক হইবে।

রাজা বিহিতসেনের রোগ মুক্তির উদাহরণ।

কাশ্মীর দেশে তিমিরা নামে এক নগরী আছে। বিহিতসেন নামে এক বিখ্যাত ভূপতি তথায় বাস করিতেন। তেজোবতী নামে তাঁহার এক মহিষী ছিল। তেজোবতী এমন অসামান্য রূপবতী ছিলেন যে তাঁহাকে দেখিবামাত্র

কেহ অপ্সরা ব্যতীত মানুষী বলিয়া বোধ করিতে পারিত না। তেজোবতীর সহিত বিহিত সেনের এমত প্রণয় ছিল যে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ ব্যতীত তিনি ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। রাজা যখন সভামধ্যে রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, তখনও তিনি সেই আসনে বামভাগে উপবিষ্ট থাকিতেন। একদা বিহিত-সেনের এক উৎকট পীড়া উপস্থিত হইল। তাহাতে নানা দিগ্দেশ হইতে মহৎ মহৎ চিকিৎসক আনাইয়া তাহার আরোগ্য জন্য নানা প্রকার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা সকলে ঐকমত্য হইয়া বিশেষ বিবেচনা করত রোগ নির্ণয় করিলেন। পরে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা বিবেচনায় সকলে স্থির করিলেন যে মহারাজকে যে ঔষধ সেবন করিতে হইবে তাহাতে ন্যূন কল্পে এক বৎসর কাল তাহার পথ্যের নিয়ম রাখা নিতান্ত আবশ্যক। তাহার নিয়ম এই যে স্ত্রী সংস্পর্শ নিষেধ, এমন কি স্ত্রী সংস্পৃষ্ট বায়ু পর্য্যন্তও, রোগীর গাত্রে স্পর্শ হইতে পারিবে না। ইহার অন্যথা হইলেই বিপরীত ঘটিবে। এই ঔষধ ও পথ্য ব্যতীত এ রোগ হইতে মুক্ত হইবার আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। কিন্তু এক উপায় আছে, যদি কোন রূপে রাজার উৎকট ভয় কিম্বা অতিশয় শোক উৎপাদন করান যায়, তাহা হইলে ঔষধ ব্যতীত আপনিই এ রোগের উপশম হইতে পারে। ইহা স্থির করিয়া চিকিৎসকগণ নির্জ্জনে মন্ত্রিগণকে

ডাকিয়া সমস্ত অবগত করিলে মন্ত্রিগণ কহিল, মহারা-জের অন্তঃকরণ অতিশয় নির্ভয় ও অশোক, পৃষ্ঠোপরি মহোরগ পতিত হইলেও ইহাঁর কখন ভয় উপস্থিত হয় না, এবং প্রবল শত্রু আসিয়া ইহাঁকে রাজ্যচ্যুত করিলেও ইহাঁর শোক উপস্থিত হয় না, অতএব কি প্রকারে ইহাঁর কোন রূপ উৎকট ভয় বা অতিশয় শোক উদ্ভাবন করা যাইতে পারিবে? ইহাঁর শোক বা ভয়ের কারণ পৃথিবীমধ্যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং ঔষধ সেবন করা-ইলে তাহার পথ্যের নিয়ম রাখাও ইহাঁর পক্ষে ভার হইয়া উঠিবে, অতএব ইহাঁর রোগ শান্তির উপায় নাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে এক জন মন্ত্রী কহিল ইহার এক মন্ত্রণা আছে, তাহা করিতে পারিলেই এ বিষয় সুসিদ্ধ হইতে পারিবে। দেবীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার সম্মতি ক্রমে কোন প্রকারে তাঁহাকে গোপনে রাখিয়া রাজার নিকট তাঁহার মৃত্যু সংবাদ কহিতে পারিলে তাঁহার অতিশয় শোক উপস্থিত হইবে, নতুবা আর উপায়ান্তর নাই। মন্ত্রিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া সে সমুদায় কথা দেবীকে জানাইলেন এবং তাঁহাকে গো-পনে রাখিয়া রাজার নিকট তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ দিবা-মাত্র রাজা তাহা শ্রবণে শোকে ব্যথিত হইয়া বাতা-হত বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতে পতিত হইলেন। তখন মন্ত্রি-গণ আসিয়া তাঁহাকে যথোচিত প্রবোধ বাক্য দ্বারা সা-ন্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যাপারের পর

রাজা রোগ মুক্ত হইলে পরে মন্ত্রীরা কহিল মহারাজ ! দেবীর মৃত্যু হয় নাই, তিনি জীবিত আছেন। আপনার রোগ শান্তির নিমিত্তে আমরা মন্ত্রণা করিয়া আপনাকে দেবীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করাইয়া ছিলাম। ইহা বলিয়া দেবীকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন। তখন রাজা বিহিতসেন রোগ হইতে মুক্ত হইয়া দেবী তেজোবতীকে লইয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

নানা প্রকার কথোপকথনের পর রাজা রাজ্ঞী ও মন্ত্রিগণের সন্তোষ।

যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন, মহারাজ ! স্বামীর প্রিয়কার্য্য সাধন মাত্রেই রাজ্ঞীরা দেবীশব্দের বাচ্য হয় না, পতির যে হিতৈষিতা তাহাই দেবী শব্দ প্রাপ্তির কারণ। আর একান্ত চিত্তে রাজার কার্য্য ভার চিন্তা করাই মন্ত্রির লক্ষণ, নতুবা চিত্তানুবর্ত্তন মন্ত্রীর কার্য্য নহে, তাহা উপজীবির লক্ষণ। অতএব আপনার শত্রু মগধরাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবার জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য সংস্থাপন নিমিত্তে আমরা এই অভিসন্ধি করিয়া ছিলাম। মহারাজ ! ইহাতে দেবীর কোন অপরাধ নাই, বরং ইনি মহৎ উপকারই করিয়াছেন। এইরূপ মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ পরম হৃষ্ট মনে তাঁহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি এত দিনের পর জানিলাম যে সকলই আমার দোষ, তোমরা আমার এই রাজ্যের

অব্যাহতি সাধনার্থ মন্ত্রণা করিয়াই এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলে। এক্ষণে আমি দেবীর প্রতি যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম সে কেবল প্রণয়ের কার্য্য জানিবে। অতি প্রণয় কালে কখনই সমুদায় বিচার সহ বাক্য প্রয়োগকরা হয় না, অবশ্যই কোন না কোন বিষয়ে স্খলিত হইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষোভ করিও না, ইত্যাদি নানা প্রকার সন্তোষ জনক বাক্য দ্বারা বৎসরাজ তৎকালে বাসবদত্তার লজ্জা শান্তি করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতীকে দর্শনার্থ মগধরাজের নিকট হইতে দূতের আগমন।

অনন্তর এক দিবস বৎসরাজ উদয়ন মন্ত্রি মণ্ডলী সহিত উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার কৌতুক জনক কথোপকথনে সুখে কালাতিপাত করিতেছেন, এমত সময়ে মগধরাজ প্রেরিত এক দূত আসিয়া সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, মহারাজ! আমি মগধরাজের দূত, তাঁহার নিকট হইতে আগমন করিলাম, যে নিমিত্তে আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন যে আপনার মন্ত্রিগণের ষড়্যন্ত্রে আমি বিলক্ষণ বঞ্চিত হইয়াছি, কিন্তু তদ্বিষয়ে পশ্চাদনুশোচনার আর আবশ্যক নাই, এক্ষণে যাহাতে আমার যাবজ্জীবন পদ্মাবতীর নিমিত্তে কোন প্রকার মনোদুঃখ সহ্য করিতে না হয় তাহা করিবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ দূতকে

সম্মানের সহিত পিতৃ সংবাদ লাভার্থ পদ্মাবতীর নিকট গমন করিতে অনুমতি করিলেন। দূত তথা হইতে পদ্মাবতীর নিকট যাইবামাত্র পদ্মাবতী তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাসবদত্তার নিকট গিয়া কহিলেন, ভগিনি! আমার পিতৃ গৃহ হইতে এই দূত আসিয়াছে, আমি অনেক দিবস তদীয় সংবাদ না পাইয়া উৎকণ্ঠিত ছিলাম, এক্ষণে আমার উৎকণ্ঠা শান্তি হইল। ইহা বলিয়া দূতকে সম্মুখে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত শুভ সংবাদ কহিয়া পরে বলিল, পদ্মাবতি! বৎসরাজ ছল করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অন্য মহিষী যে বর্ত্তমান আছেন, তাহা মগধরাজের নিকট গোপন করিয়া তোমাকে আনয়ন করিয়াছেন, ইহাতে মগধেশ্বর অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। দূত মুখে এইরূপ পিতৃসংবাদ শ্রবণ করিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, হে ভদ্র! তুমি পিতার নিকট গমন করিয়া আমার এই সংবাদ নিবেদন করিও যে তিনি যেন কোন প্রকারে শোক না করেন, তাঁহার শোকের কারণ কিছুই নাই। বৎসরাজ আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় আছেন, এবং দেবী বাসবদত্তাও আমাকে নিজ ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করেন, অতএব আমার প্রতি যদি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে তিনি যেন কখন বৎসরাজের প্রতি রুষ্ট না হয়েন। পদ্মাবতী দূতকে এই সকল সংবাদ কহিলে পর বাসবদত্তা যথোচিত সম্মানের সহিত পুরস্কার দিয়া তাহাকে বিদায় করি

লেন। দূত তথা হইতে বিদায় হইয়া প্রতিগমন করিলে পর পদ্মাবতী পিতৃ গৃহের বৃত্তান্ত স্মরণ করত উৎকণ্ঠিত চিত্তে কিঞ্চিৎ বিমনার ন্যায় হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন বাসবদত্তা পদ্মাবতীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিনোদার্থ বসন্তককে ডাকিয়া কহিলেন, বসন্তক! এক্ষণে আমাদিগকে একটী রমণীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাও। এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া বসন্তক কহিল, দেবি! শ্রবণ করুন।

সোমপ্রভার রূপ দর্শনে গুহচন্দ্রের মনোবেদনা।

পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ পাটলী পুত্র নামে এক নগর আছে। ধর্ম্মগুপ্ত নামে মহাধনসম্পন্ন এক বণিক্ তথায় বাস করিতেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম চন্দ্র প্রভা। যথা-কালে চন্দ্রপ্রভার গর্ভসঞ্চার এবং তদ্গর্ভ হইতে এক পরমাসুন্দরী কন্যা উৎপন্ন হয়। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার শরীর কান্তি দ্বারা সূতিকাগৃহ আলোকময় হইয়া উঠিল এবং সেই সদ্যোজাতা কন্যা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপবেশন করত কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহাতে সূতিকাগারস্থ স্ত্রীলোকগণ ত্রস্ত ও বিস্মিত হইয়া কলরব করাতে তৎশ্রবণে ধর্ম্মগুপ্ত সভয়ে তথায় আগমন করত তৎক্ষণ জাত কন্যার সেই অবস্থা দেখিয়া প্রণতি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, মাত র্ভগবতি! তুমি কে আমার গৃহে অবতীর্ণা হইলে, সত্য করিয়া বল। ইহা শুনিয়া কন্যা কহিল, হে পিতঃ! আমি কে তাহা জিজ্ঞাসা করি-

বার কোন প্রয়োজন নাই, আমার এই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করিও, যে আমায় তুমি কাহাকেও দান করিও না, আমি তোমার গৃহে অবিবাহিতা থাকিলে মঙ্গল হইবে। ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করত সদ্যোজাত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মগুপ্ত ভীত হইয়া গৃহমধ্যে তাহাকে গুপ্তভাবে স্থাপন করত বাহিরে প্রকাশ করিল যে কন্যা জাত মাত্র পঞ্চত্ব পাইয়াছে। পরে কন্যা গৃহমধ্যে গুপ্ত ভাবে চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বণিক্ তাহার নাম রাখিলেন সোম প্রভা। একদা সোম প্রভা মধূৎসব দর্শনার্থ কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে হর্ম্ম্য পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, এমত কালে গুহচন্দ্র নামে এক বণিক্ পুত্র দূর হইতে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্তে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে কষ্ট সৃষ্টে গৃহে গমন করিল। গুহচন্দ্র গৃহে গিয়া সোম প্রভাকৃষ্ট হৃদয়ে দুর্ম্মনা হইয়া ক্রমশ শীর্ণ হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া গুহচন্দ্রের সমবয়স্ক এক বণিক্ পুত্র তাহার পিতা গুহসেনের নিকটে গিয়া তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করাতে গুহসেন পুত্র স্নেহে ধর্ম্মগুপ্তের নিকটে গিয়া স্বীয় পুত্রের নিমিত্তে তাঁহার কন্যা সোমপ্রভাকে প্রার্থনা করিল। ধর্ম্মগুপ্ত তাহা স্বীকার না করিয়া তাহাকে কোন প্রকার প্রতিবন্ধের কথা কহিয়া প্রত্যাখ্যান করিল।

সোমপ্রভার সহিত গুহচন্দ্রের বিবাহ ও উভয়ের নিত্যব্রত অনুষ্ঠান।

গুহসেন প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বীয় গৃহে গমন পূর্ব্বক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া পুত্র-স্নেহে মোহান্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি বহুকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের মহারাজের সেবা করিয়াছি এবং তিনিও আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট আছেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করিলে বোধ হয় তাঁহার সাহায্যে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিবে। ইহা নিশ্চয় করিয়া গুহসেন বহুমূল্য রত্নাদি উপঢৌকন হস্তে করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন প্রদান করত স্বীয় প্রার্থনীয় বিষয় নিবেদন করিলেন। রাজাও তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া গুহসেনের পুত্র গুহচন্দ্রের নিমিত্তে ধর্ম্মগুপ্তকে ডাকাইয়া সোমপ্রভা দান করিতে অনুরোধ করাতে ধর্ম্মগুপ্ত তাঁহার অনুরোধে অগত্যা তাহাকে কন্যাদান স্বীকার করিলেন, এবং স্বীয় সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে গিয়া সোমপ্রভাকে সে সমুদায় কথা অবগত করিলেন। তখন সোমপ্রভা পিতার উৎকণ্ঠা দেখিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! তুমি ক্রন্দন করিও না, আমায় গুহচন্দ্রকে প্রদান কর, তন্নিমিত্তে তোমার কোন উপদ্রব হইবে না। আমি তাহার সম্ভোগ শয্যায় কখনই গমন করিব না। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে তুমি তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা করাইবে যে তিনি আ-

মাকে সম্ভোগ শয্যায় আনয়ন না করেন। ইহা শুনিয়া ধর্ম্মগুপ্ত গুহচন্দ্রকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া কন্যাদান করিলেন এবং গুহচন্দ্রও বিবাহান্তে তাঁহাকে লইয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে গুহসেন গুহচন্দ্রকে কহিলেন, পুত্র! শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, বিবাহ কালে মিথ্যাকথনে দোষস্পর্শ হয় না, অতএব আমরা বিবাহ কালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহার অন্যথাচরণে কোন প্রকার প্রত্যবায় হইবে না। গুহসেন এই কথা কহিবামাত্র সোমপ্রভা ক্রোধে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তর্জনী ঘুরাইতে লাগিলেন, যেমন তিনি তর্জনী ঘুরাইয়াছেন, অমনি যমের অপ্রতিহত আজ্ঞা প্রতিপালনের ন্যায় গুহসেন তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া গুহচন্দ্র অতিশয় ভয় পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই অলক্ষণা নারী আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াই পিতার প্রাণ বিনাশ করিল, অতএব বোধ হয় এ আমার সমুদায় কুলধ্বংশ করিবে। তদবধি গুহচন্দ্র তাহাকে সম্ভোগ শয্যায় আনয়ন রহিত করিয়া পরবনিতার ন্যায় গৃহে রক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহার প্রতিবিধানের বাসনায় এক নিত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রতের উদ্দেশ্য এই থাকিল যে প্রত্যহ দশজন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে আরম্ভ করিলে যদি দৈবাৎ কখন এমত কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হয়েন যে তাঁহার দ্বারা ইহার কোন প্রকার

প্রতিক্রিয়া হয়। পরে ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া সোমপ্রভা মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তি ভাবে সেই বিপ্রগণকে দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন। গুহচন্দ্র প্রত্যহ যে সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, সোমপ্রভা তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করেন।

অগ্নির আরাধন মন্ত্রবলে গুহচন্দ্রের স্বীয় বনিতার চরিত্র দর্শন।

এইরূপে কিয়ৎকাল যায়, এক দিবস এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ গুহচন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সোমপ্রভার জগদাশ্চর্য্য জনক রূপ লাবণ্য দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া গুহচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুহচন্দ্র! অলোক সামান্য রূপ সম্পন্না এই কন্যাটী তোমার কে? ইহা শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, অতএব তুমি তাহা বিশেষ করিয়া বল। তখন গুহচন্দ্র মনোদুঃখে কাতর হইয়া নির্জ্জনে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সমক্ষে সোমপ্রভা ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবিকল ব্যক্ত করিলেন। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সানুকম্প হৃদয়ে গুহচন্দ্রকে অগ্নির আরাধন মন্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি নির্জ্জন স্থানে অগ্নি উদ্দীপ্ত করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে ক্রমশ ইহার ভাব ভক্তি বিশিষ্ট

রূপে জানিতে পারিবে। ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন, গুহচন্দ্রও তদবধি এক নির্জ্জন গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিবস এইরূপ মন্ত্র জপ করিতে করিতে এক দিবস সেই অগ্নি মধ্য হইতে হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ আবির্ভূত হইলেন। গুহচন্দ্রও তাঁহাকে দেখিয়া সবিস্ময় হৃদয়ে তাঁহার পাদপদ্মে পতিত হইবামাত্র দ্বিজ কহিলেন, গুহচন্দ্র! অদ্য আমি তোমার গৃহে ভোজন করিব, এবং রাত্রিতেও অবস্থান করিব, পরে তোমাকে সমস্ত তত্ত্ব অবগত করিয়া তোমার বাঞ্ছিত সিদ্ধি করিব। ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ তদ্দিবস তাহার গৃহে অবস্থান করিলেন, এবং অন্য ব্রাহ্মণ গণের সহিত ভোজন করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক রাত্রিকালে গুহচন্দ্রের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি এক প্রহর গত হইলে সমস্ত লোক নিদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ জাগ্রত আছেন, এমত সময়ে গুহচন্দ্র বনিতা সোমপ্রভা নিস্তব্ধ ঘোর রজনীতে সমস্ত লোককে নিদ্রিত দেখিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণ গুহচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ করাইয়া কহিলেন, গুহচন্দ্র! উঠ, তোমার ভার্য্যার চরিত্র দর্শন কর। ইহা বলিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করত যোগবলে গুহচন্দ্রের এবং আপনার অবয়ব অলক্ষিত করিয়া উভয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দুর গমন করিতে

করিতে গ্রামের বাহিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহু-দূর প্রসারিত প্রান্তরের মধ্যস্থলে স্কন্ধ শাখা পল্লবান্বিত এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ তরুমূলে সোমপ্রভা গিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারাও ক্রমশ গিয়া ঐ বৃক্ষ তলে উপ-নীত হইবামাত্র তাল মান সমন্বিত বেণুবীণাদি নানা প্রকার বাদ্য সংযুক্ত সুমধুর গান ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সোমপ্রভাকে আর দেখিতে পাই-লেন না। পরে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখি-লেন, ঐ বৃক্ষের স্কন্ধোপরি চারি দিকে চারিটী শাখা আছে, তন্মধ্য স্থানে দিব্য সিংহাসনোপরি সোমপ্রভার তুল্য রূপ সম্পন্না এক কন্যা উপবিষ্টা রহিয়াছেন, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কয়েকটী পরমাসুন্দরী কন্যা দণ্ডা-য়মান হইয়া চামর ব্যজন করিতেছে। সোমপ্রভাও সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ঐ সিংহাসনের অর্দ্ধাংশে উপবেশন করিল। উভয়ে একাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে তাহার শোভা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তখন গুহ-চন্দ্র তদ্দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেন, এ কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি কিম্বা আমার ভ্রান্তি জন্মিতেছে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন ঐ কন্যাদ্বয় সেই আসনে বসিয়াই নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিল, এবং পরে মধুপানে মত্ত হইয়া গুহচন্দ্রের বনিতা ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভগিনি ! অদ্য আমার গৃহে মহাতেজস্বী এক ব্রাহ্মণ আ-

সিয়া অবস্থিতি করিতেছেন অতজন্য আমার অন্তঃকরণে শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, অতএব আমি অদ্য সত্বর গমন করিব। ইহা বলিয়া শুহচন্দ্র গৃহিণী সোমপ্রভা দ্বিতীয়া কন্যাকে নমস্কার করত বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন।

মন্ত্রযুক্তি বলে শুহচন্দ্রের দিব্য বনিতা সম্ভোগ।

অলক্ষিত রূপ ধারী শুহচন্দ্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ে স্বচক্ষে এই সকল ব্যাপার দর্শন করিলেন, এবং সোমপ্রভা গৃহে গিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা সত্বর গমনে স্বীয় গৃহে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে সোমপ্রভা অলক্ষিত রূপে আগমন করত স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ শুহচন্দ্রকে সম্বো-ধন করিয়া কহিলেন, তোমার ভার্য্যা যে দিব্য কন্যা, মানুষী নহেন, তাহা তুমি বিলক্ষণরূপে অনুভব করিলে, আর দ্বিতীয় যে কন্যাটীকে দৃষ্টিগোচর করিলে সে ইহার ভগিনী। দিব্যাস্ত্রী কখন মনুষ্যের সম্ভোগ্যা হয় না, কিন্তু তৎ সাধন বিষয়ে এক উপায় আছে শ্রবণ কর। আ-মার নিকট সর্ব্ব সিদ্ধিকর এক মন্ত্র আছে, তুমি তাহার প্রভাবে কার্য্যসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে। এবিষয়ে আর এক যুক্তি আছে আমি তোমাকে তাহাও প্রদান করিব। যখন নির্ব্বাত স্থানেতেও অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তখন বাত্যাযোগে সে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তদ্রূপ আমার এই এক মন্ত্রই সর্ব্বার্থ প্রদ, তাহাতে আবার যুক্তি যুক্ত হইলে যে তাহা কিরূপ

কার্য্যকারী হয় তাহা আর কি বলিব। ইহা বলিয়া দ্বিজ গুহচন্দ্রকে মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক যুক্তি বলিয়া দিয়া কহিলেন, সোমপ্রভার দ্বারদেশে এই মন্ত্র লিখিয়া রাখিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। এইরূপে মন্ত্র প্রদান ও যুক্তি উপদেশ করিয়া বিপ্র অন্তর্হিত হইলে গুহচন্দ্র পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বীয় ভার্য্যার গৃহদ্বারে সেই মন্ত্র লিখিয়া সায়ংকালে বিপ্রোক্ত যুক্তির অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ এক পরমাসুন্দরী বারবনিতাকে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে উত্তমরূপে বেশভূষা রচনা করিয়া দিয়া সোমপ্রভার গৃহমধ্যে তাহাকে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সোমপ্রভা মন্ত্রবলে বশীকৃতা হইয়া এবং অন্য বনিতার সহিত পতির আসক্তি উপলব্ধি করিয়া ঈর্ষ্যাবশে জিজ্ঞাসা করিল, এ স্ত্রী কে? কোথা হইতেই বা আগমন করিল, তাহা বল। তখন গুহচন্দ্র তাঁহার প্ররোচনার্থ মিথ্যা করিয়া কহিলেন, এই বারাঙ্গনা আমার প্রতি বদ্ধভাবা এবং আমি অদ্য ইহার গৃহে গমন করিব। ইহা শ্রবণ করিয়া সোমপ্রভা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া চক্ষু আরক্তিম বর্ণ করত বামহস্ত দ্বারা গুহচন্দ্রের হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আমি জানিলাম যে এজন্যই তোমার আমার প্রতি আর অনুরাগ নাই, অতএব আমি স্বীকার করিতেছি তোমার প্রতি আর বিরক্তি প্রকাশ করিব না, তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর, আমি তোমারই গৃহিণী।

তখন গুহচন্দ্র ঐ বারবনিতাকে তদ্গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিলেন এবং পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া মন্ত্রযুক্তি বশীকৃতা ক্ষোভাকুল লোচনা সোম প্রভার হস্ত ধারণ করত বাসগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বয়ং মর্ত্ত্য হইয়াও মন্ত্রযুক্তি-বলে বশীকৃতা দিব্য বনিতা সম্ভোগে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মন্ত্র সিদ্ধি প্রভাবে সোমপ্রভা দিব্যস্থিতি পরিত্যাগ করিয়া গুহচন্দ্রের গৃহিণী হইয়া তদ্গৃহে অবস্থিতি করেন। সাধুদিগের সম্বন্ধে দেবদ্বিজ পরিচর্য্যা কামধেনু স্বরূপ, তাহার প্রভাবে সাধুদিগের কোন্ বিষয় না সম্পন্ন হয়। উচ্চপদোৎপন্না দিব্যাঙ্গনাদিগের দুষ্কৃতই অধঃপতনের কারণ হয়। হে দেবি! দুষ্কৃত দোষে অহল্যা পাষাণময়ী হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে যে উদ্ধৃতা হইয়াছিলেন, ইহা ঐ রামচন্দ্রের উপাখ্যানে অবশ্যই তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে। এইরূপ সকলেরই কুকর্ম্মের ফল যথা কালে ফলিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যাহার বীজ বপন করে সেই তাহার ফল ভোগ করে। অতএব মহাত্মা ব্যক্তিরা পরবিরুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন না, এই সদ্বৃত্ত অনুষ্ঠান উত্তম পুরুষদিগের স্বভাবসিদ্ধ।

হে দেবি! পূর্ব্বে তোমরা উভয়ে সহোদরা ভগিনী ছিলে, কোন মুনির শাপে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই জন্যই তোমরা পরস্পর হিতকারী ও নির্দ্বন্দ্ব হৃদয়। বসন্তক মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তা ও পদ্মা-

বতীর পরস্পর আরও প্রণয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেবী বাসবদত্তা বৎসরাজকে সাধারণ পতি স্থির করিয়া আপনার ন্যায় পদ্মাবতীর প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ওদিকে মগধেশ্বর দূতমুখে বাসবদত্তার মহানুভাবতা ও পদ্মাবতীর প্রতি প্রীতির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

দেবীদ্বয় ও মন্ত্রিগণ সহিত বৎসরাজ উদয়নের কৌশাম্বীগমনের উদ্যোগ।

অনন্তর এক দিবস মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বৎসেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আর এখানে বহুকাল থাকিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে কৌশাম্বীতে গমনার্থ উদেযাগ করিলে ভাল হয়। এক্ষণে আর মগধেশ্বর হইতে বিবাদ ভয়ের আশঙ্কা নাই, যদিও তাঁহাকে আমরা প্রবঞ্চনা করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছি বটে, তথাপি জীবিতাধিক প্রিয়তমা কন্যার মঙ্গলোদ্দেশে অবশ্যই তিনি বৈরভাব পরিত্যাগ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। আর তুমি যে তাঁহাকে প্রবঞ্চনা কর নাই, এ সত্য তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। আর এ কার্য্য যে তাঁহার অসুখাবহ হয় নাই, ইহা আমরা এতাবদ্দিবস এখানে অবস্থান করিয়া পরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি। যৌগন্ধরায়ণ এই কথা কহিতেছেন এমত সময়ে মগধেশ্বরের নিকট হইতে পুনর্ব্বার এক দূত আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রতীহারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগ-

মন করিয়া প্রণামান্তে রাজ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! দেবী পদ্মাবতী যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সন্তোষ পূর্ব্বক মগধেশ্বর এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন, যে আর গোপনে কি প্রয়োজন, আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমি বৎসেশ্বরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তাঁহার যে কার্য্যোদ্দেশে এই ব্যাপার সম্পন্ন করিতে হইয়াছে, তাহা তিনি সম্পন্ন করুন। দূত মুখে এইরূপ সুস্পষ্ট অদোষ স্পর্শিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বৎশ্বরাজ আনন্দিত হইয়া তাহা পদ্মাবতীকে জ্ঞাত করত বহু সম্মানের সহিত ভূতি প্রদান পুর্ব্বক দূতকে বিদায় করিলেন। অনন্তর চণ্ডমহাসেনের নিকট হইতে হঠাৎ এক দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও যথাবৎ রাজ পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রণামপুর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! কার্য্য তত্ত্ববিৎ চণ্ডমহাসেন ভূপতি আপনার বৃত্তান্ত জ্ঞান হইয়া হৃষ্ট চিত্তে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে আর কি অধিক বলিব মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা অন্যের সাধ্য নহে, অতএব তিনি ধন্য। বাসবদত্তাও ধন্য, যিনি এই যুক্তি স্বীকার করিয়া সাধুসমাজে আমাদিগের মস্তক উন্নত করিয়াছেন। আমার অন্তঃকরণে বাসবদত্তা হইতে পদ্মাবতী ভিন্ন নহেন, যেহেতু উভয়ের একই অন্তঃকরণ। পূর্ব্ব শ্বশুরদূত মুখে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ উদয়নের অতিশয় প্রমোদ উপস্থি-

ত হইল এবং উভয় দেবীর প্রতি প্রণয় বৃদ্ধি হইল ও মন্ত্রি শ্রেষ্ঠ যৌগন্ধরায়ণের ক্রমশ মান বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে উচিত সৎকার প্রদান পূর্ব্বক দূতকে বিদায় করিলেন এবং হৃষ্ট চিত্তে দেবী দ্বয়ের সহিত লাবাণক হইতে কৌশাম্বী গমনার্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন ও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যাত্রিক দিন নির্ণয় করিয়া গমনের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

কৌশাম্বীতে গমন পূর্ব্বক গোপবালক দ্বারা বৎসরাজের রত্ন সিংহাসন লাভের অনুসন্ধান।

১৮। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবস শুভক্ষণে বৎসরাজ উদয়ন দেবীদ্বয় ও মন্ত্রিবর্গ এবং সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কৌশাম্বীতে যাত্রা করিলেন। বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান রাজা বৎসেশ্বর গমন করিতে করিতে কতিপয় দিবসে গিয়া কৌশাম্বীতে উত্তীর্ণ হইলেন। বহুকালের পর লাবাণক হইতে রাজা স্বীয় পুরীতে আগমন করিবামাত্র রাষ্ট্রমধ্যে এক মহা আনন্দ কোলাহল উপস্থিত হইল। পরে রাজা দ্বার দেশে মঙ্গল সূচক পূর্ণ কুম্ভাদি সন্দর্শন করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেবীদ্বয়ের সহিত সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সভামধ্যে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমত কালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। দেখিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে

নিকটে আহ্বান করিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমার পুত্র বনমধ্য দিয়া আগমন করিতেছিল, কতকগুলি গোপ বালক গোচারণ করিতে গিয়া তথায় ক্রীড়া করিতে করিতে উহাকে দেখিয়া অকারণে হঠাৎ উহার পাদদ্বয় ছেদন করিয়া দিয়াছে, মহারাজ! এমন দুষ্ট গোপালক গণকে শাস্তি প্রদান না করিলে আমারদিগের বাস্তব্য করা ভার, অতএব যথা-বিহিত আজ্ঞা হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা শান্তিরক্ষক গণের প্রতি অনুমতি করিলে, তাহারা গিয়া তিন চারি জন গোপ বালককে ধরিয়া বন্ধন পূর্ব্বক আনয়ন করিল। গোপ বালকেরা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা বিপ্রপুত্রের পাদচ্ছেদনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, মহারাজ! আমরা গোচারণ করিতে গিয়া স্বস্ব গোসকল বনমধ্যে মোচন করিয়াদিয়া সেই বিজন স্থানে পরস্পর ক্রীড়া করিয়া থাকি। আমাদিগের মধ্যে দেবসেন নামে এক বালক আছে, সে সকলের অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ ও বলবান্। ক্রীড়া কালে সে এক শিলা-সনে উপবিষ্ট হইয়া আমি তোমাদিগের রাজা এই কথা বলিয়া আমাদিগকে শাসন করে, সুতরাং আমাদিগের মধ্যে কেহই তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। মহারাজ! এইরূপে সে আমাদিগকে লইয়া রাজানু-করণে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অদ্য এই ব্রাহ্ম-ণের পুত্র সেই স্থান দিয়া গমন করিতে ছিল, সে আমা-

দিগের গোপাল রাজাকে দেখিতে পাইয়াও প্রণাম করে নাই বলিয়া গোপালরাজ কহিল তুমি আমাকে প্রণাম না করিয়া এখানদিয়া গমন করিতে পারিবে না। তা-হাতে বিপ্রবালক পরিহাস বোধ করিয়া তদ্বাক্য গ্রাহ্য না করাতে তিনি আমাদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন এই অবিনীত বিপ্রবালকের পাদচ্ছেদন করিয়া নিগ্রহ প্রদান পূর্ব্বক শাসন কর। এই আজ্ঞা পাইয়া আমরা তাহাই করিলাম। মহারাজ! আমাদিগের মধ্যে কোন বালকই প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি যৌগন্ধরায়ণ নির্জ্জনে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে ঐ স্থানের ভূগর্ভমধ্যে কোন রাজার সিংহাসন নিহিত আছে, তাহারই প্রভাবে গোপবালকগণের এতাদৃশ প্রভুত্ব সম্পাদিত হইতেছে। অতএব চলুন তথায় গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা সেই গোপবালক-দিগকে অগ্রে করিয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিলেন। সৈন্য সামন্ত সহিত গমন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া, পরীক্ষার্থ কৃষকগণ দ্বারা সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পৌতৃক রত্ন সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বৎসরাজের দিগ্বিজয় মন্ত্রণা।

কিয়দ্দূর খনন করিতে করিতে সেই ভূগর্ভ হইতে বৃহৎ পর্ব্বতাকার এক যক্ষ উত্থিত হইল, এবং কহিল

মহারাজ! আমি বহুকাল পর্য্যন্ত আপনার পিতামহ নিহিত এই মহানিধি ও সিংহাসন রক্ষা করিতেছি, ইহা আপনারই নিমিত্তে এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, অতএব ইহা গ্রহণ করুন। ইহা বলিয়া যক্ষদেব সেই খাত মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা সেই মহানিধি ও মহার্ঘ্য রত্নসিংহাসন লইয়া গোপ-বালকগণকে দূরীভূত করিয়া দিয়া স্বীয় পুরী প্রস্থান করিলেন। রাজা রত্ন সিংহাসন সহিত পুরীমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে পৌরজনেরা সিংহাসনের শিল্পনৈপুণ্য সন্দর্শন করত মহা আনন্দিত হইয়া ভূপতির সর্ব্বদেশ জয় কারণ নিশ্চয় করত মহোৎসব করিতে লাগিল। উৎসব সমাপ্ত হইলে যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন, মহারাজ! এই রত্ন সিংহাসন আপনার বংশ পরম্পরায় আগত অতএব এক্ষণে আপনি ইহার উপরে উপবেশন করিয়াই কার্য্য পর্য্যালোচনা করুন। যে মহাসিংহাসনে আরোহণ করিয়া আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া ছিলেন, তাহাতে উপবেশন করিলে আপনি সমুদ্রান্ত সমুদায় সাম্রাজ্য নিজ হস্তগত করিয়া অবশ্যই একাধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, আমি অভিলাষ করিয়াছি প্রথমত সর্ব্বদেশ জয় করিয়া সমুদায় সাম্রাজ্য নিজ হস্তগত হইলে পরে সিংহাসনকে অলঙ্কৃত করিয়া উহাতে উপবেশন করিব। রাজ বাক্য শ্রবণে প্রীত ও

প্রফুল্ল হইয়া যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা অতি কর্ত্তব্য অতএব চলুন প্রথমত পূর্ব্ব দেশ জয় করিতে যাত্রা করা যাউক। ইহাতে সন্দিহান হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যৌগন্ধরায়ণ! দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া তুমি যে প্রথমেই পূর্ব্ব দিক জয় করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজারাও প্রথমত যে পূর্ব্বদেশই জয় করিয়াছেন, ইহার কারণ কি শুনিতে বাসনা করি। যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন, মহারাজ! উত্তর দেশ পরিমাণে অতি দীর্ঘ বটে কিন্তু ম্লেচ্ছ সংসৃষ্ট প্রযুক্ত অতি গর্হিত ও অগ্রাহ্য, আর পশ্চিম দেশ সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থের অস্তময়ের হেতু প্রযুক্ত আদরণীয় নহে এবং দক্ষিণ দেশও রাক্ষসাদি হিংস্র স্বভাব জীবে আবৃত থাকাতে প্রশস্ত নহে, কিন্তু পূর্ব্ব দেশে সূর্য্যাদির উদয় হওয়াতে ও গঙ্গা প্রবাহ বিদ্যমান থাকাতে তাহা অতি প্রশস্ত দেশ এবং প্রাচীন কবিরাও বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যে গঙ্গাজল পূত দেশ সকলকে অতিশয় প্রশস্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এই জন্য কুশলাকাঙ্ক্ষী রাজারা প্রথমত ঐ দেশ জয় করিতে গমন করেন এবং ঐ গঙ্গা সমাশ্রিত দেশেই বসতি করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তে আপনার পূর্ব্ব পুরুষ মহাপুরুষেরা পূর্ব্বদেশাদিক্রমে সর্ব্বদেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গোপকণ্ঠে হস্তিনাপুরে বসতি করিয়া ছিলেন। আপনার পিতামহ রাজা

শতানীক নিজ বাহুবলে সাম্রাজ্যে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া নিজোপার্জ্জিত কৌশাম্বীর প্রতি প্রীতিবদ্ধ হইয়া চিরসেবিত হস্তিনা পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতে বাস করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা উদয়ন শতানীক রাজার পৌরুষের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন, স্থিরলক্ষ্মী সংস্থাপনের একমাত্র কারণ কেবল স্বীয় পৌরুষ মাত্র। যে ব্যক্তি পুরুষত্ববান সে বাহ্য সাধন বিহীন হইলেও স্থিরলক্ষ্মী লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহা কহিয়া বৎসরাজ শ্রোতৃগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সন্নিধানে তাহার উদাহরণ স্বরূপ এই বিচিত্র উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন।

কীর্ত্তিকুশলের উপাখ্যান।

বিদেহ নগরীয় রাজধানীর সন্নিকট হরিপুর গ্রামে কীর্ত্তিকুশল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং আপনিও বিলক্ষণ কৃতী ছিলেন। বিংশতি বৎসর বয়সে রাজ সরকারে কোষাধ্যক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, এবং চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, সুচারু রূপে তৎকার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার মধ্যে এক দিবসের নিমিত্তেও তাঁহাকে কোন দোষে দোষী হইতে হয় নাই, বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল। তিনি এই কর্ম্ম উপলক্ষে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যেমন আয় তেমনি ব্যয় ছিল, কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। নিত্য নৈমি-

ত্তিক ক্রিয়া কলাপের বাধ ছিল না। ক্রিয়াবান্ ধনাঢ্য লোকের মধ্যে গণ্য হইব বলিয়াই চির কাল চলিয়াছেন। বাস্তবিক সেই গ্রামের মধ্যে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় নাই। এইরূপ উপার্জ্জিত অর্থ অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় হওয়াতে পরে ক্রমশ দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু চিরকাল অকাতরে ব্যয়ব্যসন করিয়া আসিয়াছেন, তখন আর কোন রূপেই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না, সুতরাং তখন ক্রমশ দিন দিন ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে এরূপে আর সম্ভ্রম রক্ষা করা সম্ভব পায় না দেখিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ ঋণ করিয়া এক ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। বিধাতা যখন প্রতিকূল হয়েন, তখন সকল সাধনই বিফল হইয়া উঠে। অদৃষ্ট বশত তাঁহার ঐ ব্যবসায়ে এমন অপচয় হইল যে তাহার আর প্রতীকার হইবার উপায় থাকিল না। ব্যবসায়ের ক্ষতি ও ঋণদায় এই সকল বিপদে কীর্ত্তিকুশল দুর্ভাবনায় আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া ক্রমশ শীর্ণ হইতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তে অন্যায় ধনোপার্জ্জনে কোন প্রকারে প্রবৃত্তি হইল না।

অতি ব্যবশীল ও অতি ব্যয়কুণ্ঠের নিন্দা।

অধিক অর্থাগম না থাকিলে স্বেচ্ছানুগত অতিরিক্ত ব্যয় করা সম্ভব হয় না, এ নিমিত্তে অনেকে এ দিকে নির্দ্ধন লোক দিগকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়া প্রচুর অর্থ

গ্রহণ করেন, অন্য দিকে সধন লোকের মনোরঞ্জনার্থ ও তাহাদিগের নিকট খ্যাতি লাভার্থ অনেক প্রকার অনর্থক বিষয়ে সেই অর্থ অক্লেশেই ব্যয় করিয়া থাকেন। অনেকে আত্ম কর্ত্তৃক নিগৃহীত অধীন নির্দ্ধন লোকের উচ্চতর আর্ত্তনাদ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও তাহাতে কর্ণপাত করেন না, অথচ তাহাদেরই শোণিত বিন্দুস্বরূপ সঞ্চিত ধন হরণ পূর্ব্বক অকাতরে অপাত্রে সমর্পণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের অসঙ্গত যশোবাসনা ও সম্ভবাতীত প্রমোদ স্পৃহাই এরূপ বিধি বিরুদ্ধ ব্যবহারের নিদান ভূত। ব্যয় কুণ্ঠলোকের ব্যবহার আবার আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ দেখিলে কেহই কহিতে পারেনা যে ইহাঁরা সম্পন্ন মনুষ্য। বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে, অথচ কখন স্থূল ভিন্ন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন না, অপকৃষ্ট ব্যতীত উৎকৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ করেন না, এবং কদাচ ভৃত্য অথবা অন্য রূপ পরিচারক রাখিবার প্রসঙ্গও করেন না। ক্রয় বিক্রয়, দ্রব্য বহনাদি সমুদায় কর্ম্মই স্বয়ং সম্পন্ন করেন এবং সন্তান গণকেও সেই সমস্ত সুচারু রূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন। খাদ্য পরিধেয় ক্রয় করিবার সময়ে দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করেন না, যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ক্রয় করিবার জন্য সকল আপণ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। যে দুই প্রকার লোকের ব্যবহার বর্ণিত হইল, ইহার এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ী লোককে

নিন্দা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের উভয় প্রকার আচরণের এক প্রকারও যুক্তিসিদ্ধ নহে, কৃপণতা যেমন দোষ অন্যায় ধনোপার্জ্জন ও অতিব্যয় শীলতা তাহা অপেক্ষা অল্প দোষাবহ নহে। অতএব যে পথ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী, তাহাই সৎপথ।

কীর্ত্তিকুশলের হিতাহিত আলোচনা।

কীর্ত্তিকুশল যদিও অতিব্যয় শীল এবং তাঁহার সে অতি ব্যয় শীলতা দোষাবহ বটে, তথাপি তিনি কখন প্রাণান্তেও অন্যায় উপার্জ্জন পূর্ব্বক অতি ব্যয় করিতে স্বীকৃত ছিলেন না। কিন্তু যেমন যশোবাসনা ও প্রমোদ কামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তে অন্যায় করিয়া উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য হয় না, তেমনি আপনার আয় ব্যয় স্থিতি বিবেচনা না করিয়া ইচ্ছানুরূপ অতিরিক্ত ব্যয় করাও বিহিত নহে। অর্থ লোভী ও যশোলোভী হইয়া কার্য্য করিলে ধর্ম্ম পথের বহির্ভূত হইয়া অবশেষে অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইতে হয়। মনের স্বস্তি লাভ অপেক্ষা মনুষ্য লোকে প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই। যশোলোভ বা অর্থ লোভের বশীভূত হইয়া সে স্বস্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া সুবোধ লোকের কার্য্য নহে। আপনার আয় ব্যয় আশা ভরসা পদমর্য্যাদাদি বিবেচনা করিয়া কিরূপ নিয়মে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা মনে মনে সকলেরই এক রূপ অবধারণ করা উচিত, এবং অবধারণ করিয়া ন্যায়ানুগত উপায় দ্বারা তাহা সম্পাদন করি-

বার নিমিত্তে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেইরূপ নিয়মে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তাহাই লোকের দুঃখ হরণ ও কল্যাণ সাধনার্থে ব্যয় করা বিধেয়। ইহা হইলে খ্যাতি লাভের অনুরোধ ক্রমে অযুক্তিসিদ্ধ অবৈধ কার্য্যে অনুরাগ হয় না, প্রত্যুত লোভাদি রিপুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সচ্ছন্দমনে শান্ত-ভাবে পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

পৌরুষবলে কীর্ত্তিকুশলের সৌভাগ্যলাভ।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া কীর্ত্তি কুশল মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে আমার যে রূপ অবস্থা উপস্থিত তাহাতে যদি ইহা রাজার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে হঠাৎ আমার প্রতি পাছে তাঁহার কোন প্রকার আন্তরিক অবিশ্বাস জন্মে, অতএব এ বিষয় অগ্রে আমিই তাঁহার নিকট কৌশল ক্রমে প্রকাশ করি। ইহা স্থির করিয়া রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নিবেদন কর্লেন, মহারাজ! বহুকালাবধি আমি একাদি ক্রমে রাজের সরকারে প্র[illegible]পালিত হইয়া যথোচিত পর্য সহকারে সাধ্যমত নিরূপিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া তেছি। এক্ষণে সাংসারিক ঘটনা বশতঃ আমার রক্ষা করিয়া চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে, অতএব কিয়ৎকাল লক্ষ্মীর আরাধনা করিয়া সাংসারিক সে[illegible] বৃদ্ধি করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। অতএব আমাকে অবসর প্রদান করুন, আমি বদরিকাশ্রমে

প্রস্থান করি। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, কীর্ত্তি কুশল! আমি সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যখন কার্য্যের শৃঙ্খলা বন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলাম, তখন আমার প্রতি দৈববাণী হয় যে কীর্ত্তি কুশল আসিয়া রাজ কোষাধ্যক্ষ হইলে যত দিন তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, ততদিন কোষ হইতে যত ধন ব্যয় হউক তথাপি তাহা সম্পূর্ণ থাকিবে, কোন প্রকারে তাহার ন্যূনতা হইবেক না। এই নিমিত্তেই আমি তোমাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। অতএব তুমি ইহা পরিত্যাগ করিলেই আমাকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইবেক, অতএব এই অবধি তোমার প্রতি আমি এই অনুমতি দিলাম যে তোমার যত ধন প্রয়োজন হইবে সে সমুদায়ই তুমি রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে কেহই তোমাকে নিবারণ করিতে পারিবেনা। এইরূপ রাজানুমতি প্রাপ্ত হইয়া পরে কীর্ত্তি কুশল রাজকোষ হইতে অর্থ লইয়া স্বীয় ঋণ পরিশোধ করিলেন, এবং ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় পূর্ব্বক মহতী কীর্ত্তি সকল সংস্থাপন করত স্বীয় সার্থকতা সম্পাদনে সর্ব্বোপরি খ্যাতিলাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কীর্ত্তি কুশল পৌরুষ সাধনে যশ লাভ করেন।

সমাপ্ত।